প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

চরিত্রলিপি

পুরুষ ঃ

১। স্যর্ উইলিয়ম জোন্স্ ঃ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা
২। মিস্টার রিহন্স্‌ফোর্ড ঃ জোন্সের ভগিনীপতি
৩। রেভঃ জোনাথন সিপ্‌লি ঃ ঐ শ্বশুর (বিশপ)
৪। উইলিয়ম সিপ্‌লি ঃ ঐ বন্ধু ও শ্যালক
৫। জর্জ জন্ স্পেন্সার ঃ ঐ ছাত্র ও বন্ধু
৬। কাউন্ট্ রেভিজ্‌কি ঃ হাঙ্গেরীয় ডিপ্লোমেট ও ঐ বন্ধু
৭। মিঃ এড্‌মণ্ড্ বার্ক্ ঃ পার্লামেন্টের সদস্য ও বিখ্যাত বক্তা
৮। (ক) স্যর্ রবার্ট চেম্বার্স্ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যগণ
(খ) মিঃ চার্লস্ উইলকিন্স ঐ
(গ) ডেভিড্ এণ্ডারসন্ ঐ
(ঘ) স্যর্ জন্ শোর্ ঐ
(ঙ) মিস্টার কোল্‌ব্রুক্ ঐ
(চ) মিস্টার মরিস ঐ
৯। মির্জা সাহেব ঃ সিরিয়াবাসী আরবী পণ্ডিত
১০। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঃ বারীন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
১১। রামলোচন সেন শর্মা ঃ সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য
১২। কিশোর উইলিয়ম জোন্স্

অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভৃত্য

ঃ স্ত্রী ঃ

১। মিসেস মেরী নিক্স ঃ জোন্সের বিধবা মা
২। মিস্ হেলেন ঃ ঐ বিবাহিতা ভগিনী
৩। অ্যানা মারিয়া সিপ্‌লি ঃ ঐ প্রেমিকা ও স্ত্রী
৪। সৌদামিনী ঃ রামলোচনের স্ত্রী

॥ দৃশ্যসূচী ॥

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥ লণ্ডন শহরে মেরীনিক্সের বাড়ী ॥ ১৭৫৫ খৃঃ।

॥ কিশোর জোন্স্, হেলেন, রিহন্স্ফোর্ড ও মেরীনিক্স্ ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হোস্টেল ॥ ১৭৬৫ খৃঃ।

॥ উইলিয়ম্ জোন্স্, মির্জা সাহেব, ও কাউণ্ট রেভিজকি ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ চিল্বল্টন-এ বিশপের ড্রইং রুম ॥ ১৭৭০ খৃঃ।

॥ অ্যানা মারিয়া, বিশপ্ ও জোনস্ ॥

* * *

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ ॥ ১৭৮০ খৃঃ।

॥ হেলেন, মেরীনীক্স, উইলিয়ম্ সিপ্লি ও জর্জ জন স্পেনসার।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ লণ্ডন পার্লামেণ্টের লবি ॥ ১৭৮১ খৃঃ।

॥ এডমণ্ড্ বার্ক ও উইলিয়ম্ জোন্স্ ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অনুরূপ ॥ ১৭৮৩ খৃঃ।

॥ উইলিয়ম্ সিপ্লি, মারিয়া, জোন্স্, বিশপ্ ও জর্জ জন ॥

* * *

বিরতি

* * *

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥ কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জুরীরুম ॥ ১৭৮৪ খৃঃ।

॥ উইলিয়ম জোন্স্, রবার্ট চেম্বার্স, উইলকিন্স্, এণ্ডারসন ও অন্যান্য ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ কলিকাতায় পণ্ডিতের আটচালা ॥ ১৭৮৫ খৃঃ।

॥ পণ্ডিতদ্বয় ও ভৃত্য ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ আলিপুরে জোন্সের বাড়ী ॥ ১৭৮৫ খৃঃ।

॥ অ্যানা মারিয়া, জোন্স্ ও জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ॥

* * *

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥ কৃষ্ণনগরে রামলোচন বৈদ্যের কুটির ॥

॥ রামলোচন, সৌদামিনী ও ভৃত্য ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ জোন্সের কৃষ্ণনগরের বাড়ী ॥

॥ জোনস্, অ্যানা ও রামলোচন ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ নবদ্বীপে পণ্ডিতদের আস্তানা ॥

॥ পণ্ডিতত্রয় ॥

* * *

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥ জোন্সের আলিপুরের বাড়ী ॥

॥ অ্যানা ও জোন্স্ ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জুররী রুম ॥

॥ উইলিয়ম জোনস্, জন্ শোর, মিঃ কোলব্রুক, মিঃ মরিস্ ও অন্যান্য ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ জোন্সের আলিপুরের বাড়ী ॥

॥ কোলব্রুক্, পণ্ডিত, জোনস্ মরিস্ ও অন্যান্য ॥

॥ উপসংহার ॥

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ সূচনা ॥

নমস্কার। আমাদের আজকের নাটক-উইলিয়ম্ জোন্স্।

স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ ছিলেন একজন খাঁটি ইংরাজ। ৩৭ বছর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন মধ্যম-বিচারক হিসাবে তিনি এদেশের মাটিতে পা দেন ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। এর আগে তাঁর জন্মই শুধু নয়—শিক্ষা দীক্ষা ভাগ্যান্বেষন সব কিছুই ছিল পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় খাস বিলেতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরাজের যে ভূমিকা ছিল, সেই পটভূমির বিচারে জোন্স্‌কে শুধুমাত্র একজন বিচারক হিসাবে আজও স্মরণে রাখবার যুক্তি সঙ্গত কোন কারণই থাকত না, যদি তিনি সমগ্র এশিয়ার বিশেষ করে ভারতবর্ষের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ না করতেন।

কৈশোরের সেই কিশলয় কেমন করে পর্ণে পরিণত হ'ল যৌবনের শ্যামল গৌরবে? আর প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো তাঁর জীবনপরিক্রমার মধ্যেই বা তিনি এমন কি কীর্তি রেখে গেলেন—যা তাঁকে ভারতীয় তথা সমগ্র এশিয় এমন কি ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে?

দেখেছেন, বক্তৃতা দিতে উঠলে আমার আবার সময়ের জ্ঞান থাকে না। কিন্তু আপনারা ত আর আমার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে আসেন নি—এসেছেন নাটক দেখতে সুতরাং ভাষণ বন্ধ করে এখন শুরু করা যাক নাটক-উইলিয়াম্ জোন্স্।

প্রথম দৃশ্য

[আবহে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত কোন পাশ্চাত্য সুর লহরীর মূর্ছনার মধ্যে ধীরে ধীরে পর্দা খুলে যাবে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন শহরের কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের ফ্ল্যাটের একখানা Sitting-cum-Reading-cum-Bed Room এর ছবি সন্ধ্যাকালীন আলোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে।

১৯-২০ বছর বয়স্ক হেলেন, জোন্সের দিদি, ৯-১০ বছর বয়স্ক উইলিয়ম জোন্স্‌কে ধরে ধরে হাঁটাচ্ছে। তার বাঁ হাঁটুতে প্লাস্টার করা আছে। জোন্স্‌ আপন মনে Shakespeare এর "The Tempest" থেকে আবৃত্তি করে চলেছে।]

Gentle breath of yours my Sails
must fill, or else my project fails,
Which was to please. Now I want
Spirits to enforce, art to enchant ;
And my ending is despair
unless I be reliev'd by prayer,
Which pierces so that it assaults
Mercy itself, and frees all faults,
As you from Crimes would pardone'd be,
Let your indulgence set me free.

হেলেন ॥ অত দুশ্চিন্তা করবার কেনো কারণ নেই উইলিয়ম্‌। হ্যারো স্কুলের হেডমাস্টার Dr. Sumner-তো স্পষ্টই তোমাকে বলে গেলেন—যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার পায়ের ভাঙা হাড়টি জোড়া লাগছে, তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারো। Harrow School-এর Register থেকে তোমার নাম কেউ কাটতে পারবে না।

উই ॥ সে কথা আমি মোটেই চিন্তা করছি না হেলেন, আমি ভাবছি প্রস্‌পেরোর মহানুভবতার কথা। সে ত ইচ্ছে করলেই এরিয়েলকে দিয়ে নেপল্‌সের রাজা অ্যালনসোর জাহাজখানা সচ্ছন্দে ডুবিয়ে দিতে পারতো। সেই সঙ্গে তার চরম বিশ্বাসঘাতক ভাই অ্যান্টো-নিয়োরও সলিল সমাধি হয়ে যেত।

হেলেন ॥ সেক্ষেত্রে তার ফুটফুটে যুবতী মেয়ে মীরাণ্ডার জীবনটা কি ওই নির্জন দ্বীপে দুর্বিষহই হয়ে উঠতো না ?

উই ॥ ক্ষমাই মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, তিতীক্ষা এনে দেয় সার্থকতা।

হেলেন ॥ তাছাড়া ধন-দৌলত প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুর উর্দ্ধেও মনুষ্যত্ববোধ যে—

উই ॥ ঠিক বলেছ হেলেন। অবস্থার বিপাকে ফেলে মহাকবি শেক্সপীয়র প্রস্পেরোকে ওই সত্যটাই এমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়েছিলেন যে সেই নির্জনদ্বীপে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েও তিনি তা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেন নি।

হেলেন ॥ ভোজবিদ্যাবলে প্রেতকে জাগিয়েও তিনি কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে না লাগিয়ে তাদের সাহায্যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার জয়গানই গাইলেন।

উই ॥ তাই তো শেক্স্পীয়রের কমেডির মধ্যে "The Tempest" নাটকটি আমার এত ভালো লাগে। এর প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্যটি পর্য্যন্ত আমি একটানা লিখে যেতে পারি।

হেলেন ॥ উইলিয়াম, তোমার মুখে অনর্গল আবৃত্তি শুনে শুনে মা আর আমিও বোধহয় ঘটনাগুলিকে পর পর জলের মত মুখস্থ বলে যেতে পারি।

উই ॥ জানো হেলেন John Dryden কিংবা Alexander pope-এর style-এ কবিতা লিখতে যে আমি পারব, তা এই পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থেকে বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু Shakespeare এর মত না হোক Gay's Fables "থেকে Mileager" এর গল্প নিয়ে একখানা নাটক লিখিতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

হেলেন ॥ বেশ তো লেখো না একটা নাটক। প্লাস্টার কাটবার পরও তো আরও কিছুদিন তোমাকে বিছানায় শুয়ে বসেই Rest নিতে হবে।

উই ॥ চেষ্টা করে দেখতে পারি। Parr, Bennet, Parnel ওরাও তো সকলেই বলেছে যে আমার লেখা নাটকে অভিনয়ও করবে। কিন্তু সমস্যা হল রিহার্সলের জন্যে একখানা বড হল ঘর তো চাই। আমাদের এই ছোট্ট ফ্লাটখানায় তো সে রকম কোনো—

[এমন সময় সুট-বুট-টাই পরা ৩০/৩৫ বছর বয়স্ক যুবক Rhinsford বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

রিহন্ ॥ জায়গাই পাওয়া যাবে না, এই তো। তার জন্যে মোটেই চিন্তা করো না জোনস্। হেলেন, ক্যাসেল কলোনিতে সেই বড় বাড়ীখানা কেনবার সব বন্দোবস্তই পাকা করে ফেললাম। দুচার দিনের মধ্যেই আমাদের সেখানে shift করতে হবে। সেই সঙ্গে জোনস্ আর ম্যাডাম নিক্সকেও—

হেলেন ॥ মাম্মি কি তাতে রাজী হবেন ?

উই ॥ বাড়ীটায় কখানা ঘর আছে মিঃ রিহন্ ?

রিহন্ ॥ বেড্‌রুম তিনখানা, তাছাড়া Drawing Room, Living Room Library করবার মত হল ঘরও আছে। সেই সঙ্গে Dining, Kitchen Space, Pantry-র সব রকম আলাদা বন্দোবস্তও আছে।

উই ॥ তাহলে তো স্বচ্ছন্দেই আমরা সেখানে গিয়ে উঠতে পারি। একটা হল ঘরে কিন্তু আমার জন্যে Library Cum Reading Room-এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে মিঃ রিহনস। উঃ কী মজা !! শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, মিঃ রিহনস তা তোমায় কী বলব ?

[এমন সময় ট্রেতে সন্ধ্যাকালীন জলখাবার স্যান্‌কস্ কফি ইত্যাদি সাজিয়ে ৫০।৫৫ বছর বয়স্কা মহিলা মেরী নিক্স, অর্থাৎ উইলিয়ম জোনসের মা বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

নিক্স ॥ কি হোল, মাই সন্। মিঃ রিহন্‌স্ তোমাকে কী এমন মজার কথা বললে যে তোমার এত আনন্দ হচ্ছে ?

রিহন্ ॥ ম্যাডাম্ আপনিও শুনলে খুব খুশী হবেন যে, ওই নতুন এজেন্সিটা নেওয়ার পর থেকে আমার ব্যবসাটা কিন্তু খু-উ-ব জমে উঠেছে।

নিক্স ॥ ভগবান যীশুর কৃপায় তোমাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হোক, রিহন্‌স্। [যীশুর উদ্দেশে Amen জানিয়ে স্যান্‌কস্ এর ডিসটি জোনসের ডিভানে রাখেন।] নাউ ! লেট্‌স্ স্টার্ট্।

রিহন্ ॥ থ্যাঙ্কস্। [খেতে খেতে গল্প শুরু হয়] ম্যাডাম্ ! এত কষ্ট করে এখানে আর আপনাদের থাকবার দরকারটা কী ?

নিক্স ॥ হঠাৎ এ কথা বলছো কেন, রিহনস ?

হেলেন ॥ না মানে, মিঃ রিহন্‌স্ বল্‌তে চাইছে যে তুমি একা মানুষ,সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজ কর্মই নিজে হাতে করা, তার ওপর জোন্‌সের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে এই আর কী ?

নিক্স ॥ কই আমি নিজে তো সে রকম কোনো অসুবিধেই বোধ করছি না। উইলিয়ম্ ! তুমি কী শুশ্রূষার কোনো ক্রুটি বোধ করছো, **my boy ?**

উই ॥ না মাম্মি ! শুধু তোমাকে খুব খাটতে হচ্ছে দেখে মাঝে মাঝে মনে একটু কষ্ট অনুভব করি।

নিক্স ॥ [সস্নেহে] সুইট চাইল্ড ! নেভার মাইণ্ড্। খাটতেই তো আমি চাই—খাটতে আমি কিন্তু খু-উ-ব ভালোবাসি।

হেলেন ॥ [সহানুভূতির সুরে] সে কথা আমি জানি মাম্মি। তা না হ'লে ম্যাক্‌ল্‌স্‌ফিল্ডের সায়ারবার্ন ক্যাসেলে আমরা খুব সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাতে পারতাম। ড্যাডি মারা যাবার পর কাউন্টেস্ জর্জ পারকার তো বেশ পীড়াপীড়িই করেছিলেন।

নিক্স ॥ কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হই নি। কেন, তা উইলিয়মের জানবার কথা নয়, আশা করি, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে হেলেন ?

হেলেন ॥ ভুলি নি মা। সেদিনের সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি যাবার জন্যে বায়না ধরলেই তুমি বলতে—ভুলে যেওনা হেলেন তোমার বাবা কত বড় **Mathematician** ছিলেন। প্রচুরঅর্থ তিনি সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেননি ঠিকই। তাই বলে কিন্তু ভেবো না যে সম্মান প্রতিপত্তি তাঁর কিছু কম ছিল।

নিক্স ॥ ঠিক তাই। **Sir Isaac Newton, Edmond Halley, Samuel Johnson**-এর মত দিকপালেরা সসম্মানে তাঁকে একাসনে বসিয়ে আলোচনা করতেন। আর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা কিনা তাঁরই এক বন্ধুর প্রাসাদে আশ্রিত হয়ে থাকতে যাবে একথা ভাবতে আজও লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা যায়।

রিহন্ ॥ তাই বলছিলাম কী ম্যাডাম্ একটা বেশ বড় দেখে বাড়ী নিয়েছি, অনেক গুলো ঘর। আপনারা এখন বেশ স্বচ্ছন্দেই আমাদের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন।

উই ॥ চলো না মা, মিঃ রিহন্স্ বলেছেন আমার পড়বার জন্যে—

নিক্স ॥ না, তা হয় না উইলিয়ম্।

রিহন্ ॥ 'কেন হয় না ম্যাডাম? আর তাছাড়া সেখানে বাবুর্চি, বেয়ারা মেড্ সার্ভেন্ট্ সব ব্যবস্থাই আছে। আপনারও কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ মিলবে।

নিক্স ॥ তুমি তো আমাকে দেখেছো সুযোগের কোনো অপব্যবহার করাটাকে আমি চিরদিনই অপছন্দ করি। আর ভোগবিলাসের মধ্যে কাটাতেও আমি অভ্যস্ত নই।

রিহন্ ॥ আসলে 54, **Red Lion street** এর এই ছোট্ট ফ্ল্যাট খানার প্রতি মায়া আপনার অপরিসীম। [হাসতে থাকে] তাই না ম্যাডাম মেরী নিক্স?

হেলেন ॥ মোটেই না। মাম্মির আসল বন্ধনটি হল আমাদের এই ছোট্ট ভাইটি। একে মানুষের মত মানুষ করে তুলতেই মাম্মি আপ্রাণ—

নিক্স ॥ হেলেন ঠিক কথাই বলেছে, রিহন্স্ফোর্ড।

রিহন্ ॥ বেশ! আপনি এখানে থাকতে চান থাকুন জোন্সকে আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখি।

নিক্স ॥ আসল কথাটা কি জানো রিহন্স, উইলিয়মকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করতে আমার মন চায় না। জর্জকে হারিয়ে হেলেনকে পেয়েছিলাম। পুত্রশোক ভুলেছিলাম। আবার দশ বছর পর ও জন্মাল কিন্তু শৈশবেই বাবাকে হারালো—সেই থেকে ওকে বুকে করেই—

হেলেন ॥ তাছাড়া হচ্ছেও যেন একটার পর একটা। সেই তো সেবার—যখন ওর বয়স চার বছর—খেলতে খেলতে এমন চোখে লেগে গেলো যে দৃষ্টিশক্তিটাই হারাতে বসেছিল। আবার দেখ. কোথাও কিছু নেই

স্কুলে খেলতে খেলতে পা খানা এমন ভেঙে বসল যে বছর ঘুরতে চলল এখনও ঠিক হল না।

নিক্স ॥ ওকে নিয়ে তাইতো আমার হয়েছে যত ভাবনা। ওকে কাছ ছাড়া করে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো?

রিহন্ ॥ সেই জন্যেই তো বলছি ম্যাডাম্, জোন্স্‌কে নিয়ে আমাদের ওখানে চলুন। দরকার হলে জোনস্ বাড়ীতে বসে বসেই পড়াশুনা করতে পারবে।

নিক্স ॥ না, রিহনস্, না। ও ব্যাপারে আমি John Locke নির্দেশিত পদ্ধতি গুলিই পছন্দ করি। Sir Isaac Newton এর বন্ধুর ছেলে Lockean পদ্ধতিতেই পড়াশুনা করুক—এই আমি চাই। দিনরাত ওকে একটি উপদেশই দিই। Read and you will know। Harrow স্কুলের গণ্ডী পেরোলেই ওকে আমি ভর্তি করবো Oxford University তে। জোন্স্, মাই বয়, ডোণ্ট মিসআণ্ডারস্যাণ্ড মি। রিড এণ্ড ইউ উইল নো।

[মঞ্চ অন্ধকার]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চে সকালের আলো ফুটে উঠলে দেখা যাবে অক্সফোর্ড উইনিভার্সিটির একখানী ঘর। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিশ বাইশ বছরের উইলিয়ম জোন্স্ শেক্সপীয়রের 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা' থেকে আপন মনে আবৃত্তি করছে।] [১৭৬৫খৃঃ]

উই ॥ Let Rome in Tiber melt and the
wide arch
of the rang'd empire fall ! Here is my
space.
Kingdoms are clay ; Our dungry earth alike
Feeds beast as man.

মির্জা ॥ [নেপথ্যে] **May I come in, William ?**

উই ॥ **Come in Mirza, my friend, please**
do come in.
The nobleness of life
Is to do thus [মির্জাকে আলিঙ্গন]।
When such a mutual pair
And such a twain can do't, in which
I bind,
on pain of punishment, the world to weet
we stand up peerless.

মির্জা ॥ এই প্রেম, জন্ম এর আলোর জন্মের বহু আগে,
যখন থাকবে না আলো, তখনও থাকবে ভালোবাসা।
কবরের উষ্ণ হাত, ওগো, সেতু সত্যে পৌছবার।
ওগো লতা, তোমারই দাঁতের তীক্ষ্ণধার
ছিঁড়ে খায় মানুষের চিত্ত-বিটপীর সব আশা
এ এক আশ্চর্য্য অনুরাগে।

উই ॥ **Excellent Falsehood !**
why did he marry Fulvia, and not
love her ?
I'll seem the fool I am not
Antcny will be himself.

মির্জা ॥ এই হৃদয়ের তোমার কাছেই আত্মদহনে দীক্ষা,
অথচ তোমারই হৃদয় অচঞ্চল।
তোমারি জন্যে এই চোখের পথপানে চাওয়া শিক্ষা।
অথচ তোমার দু চোখে ঘুমের ঢল।

উই ॥ But stirr'd by cleopatra.
Now for the love of love and her
soft hours.
Let's not confound the time with
conference harsh ;
There's not a minute of our lives should
stretch
without some pleasure now. What sport
to-night ?

মির্জা ॥ তবু মনে মনে আছে বিশ্বাস,—
চিনি আমি তব পাশ-ফেরা শ্বাস
নির্ভরময় ললিত ভুজের
সব-সমর্পন ;
যে রাত আমার হবে না প্রভাত
তুমি সে রাতেরই ধন।

উই ॥ কিন্তু সেই রাতের অন্ধকারটাকে ভেদ করে কোনো একটা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অক্টেভিয়াস সীজার যেদিন নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মিশরের বুকে—

মির্জা ॥ দু চার দশ বিশ রাত না হয়ে যদি সে রাত হয় শত কিংবা সহস্র এক রজনীর ইতিহাস ? তখন—

উই ॥ হয় নি বন্ধু, মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের মহান কল্পনাও ক্লিওপেট্রার জীবনে সেই সার্থকতা এনে দিতে পারে নি। "অ্যাণ্টনি ও ক্লীওপেট্রা" নাটকটি তাই চরম এক বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তিই লাভ করেছিল।

মির্জা ॥ কি রকম ?

উই ॥ মিশর বিজয়ে এসে অ্যাণ্টনি সেই দেশের রানী ক্লিওপেট্রার মোহে পড়ে গেল। প্রেমের অভিনয়ে অ্যাণ্টনিকে ভুলিয়ে মিশরকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে রানীও কিন্তু সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবেসে ফেলল।

মির্জা ॥ ইজ্ ইট্?

উই ॥ হ্যাঁ মির্জা সাহেব। অ্যান্টনিও কিন্তু তার প্রেমের চরম মূল্য দিতে মিশরের হয়েই রোমের বিরুদ্ধে মরণ পণ যুদ্ধে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

মির্জা ॥ তারপর।

উই ॥ অক্টেভিয়াস সীজারের প্রাসাদে রোমে গিয়ে বন্দিনী হয়ে থাকা সম্ভব নয় ভেবে ক্লিওপেট্রাও বিষধর সাপের ছোবল নিজের বুকে ধরে দয়িতের সঙ্গে পরপারে গিয়ে মিলনের আশায় বেহস্তের পথে যাত্রা করেছিল।

মির্জা ॥ তোবা! তোবা! যাই বলো উইলিয়ম, আমাদের আরব্য উপন্যাস-রচয়িতার কল্পনা কিন্তু তোমাদের দেশের মহাকবির, কল্পনার অনেক অনেক উর্দ্ধে উঠে এক হাজার এক রজনীর অন্ধকারকে ভেদ করে যে সকালকে স্বাগত জানিয়েছিল—সেটি ছিল সত্যই এক আশ্চর্য্য সকাল।

উই ॥ তাই নাকি।

মির্জা ॥ হ্যাঁ, বন্ধু। উজীরকন্যা শাহরাজাদ তার ভগ্নী দুনিয়াজাদকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক গল্প বলে সুলতান শাহরিয়ারের মনটাকেই শুধু জয় করে নি, সমস্ত, নারীজাতির প্রতি তার ধারনাটাকেই দিয়েছিল পাল্টে।

উই ॥ অর্থাৎ।

মির্জা ॥ শাহরাজাদ মেয়েটি শুধু নিজেই বেগমের আসনে বসে নি। তার বোন দুনিয়াজাদকেও পাঠিয়েছিল সমরখন্দের বাদশাহ শাহজামানের খাস হারেমে। আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধ পিতা উজীরকেও অব্যাহতি দিয়েছিল নারীঘাতের অনন্ত নরক প্রাপ্তি থেকে। যে শায়রগুলি এতক্ষণ আমার মুখে শুনছিলে—সেগুলি ওই আরব্য-রজনীরই কাহিনী প্রসূত।

উই ॥ আরবী সাহিত্যে এ কাহিনী—লিপিবদ্ধ করা আছে মির্জা ?

মির্জা ॥ আছে উইলিয়ম, আছে। সুলতান শাহরিয়ার কলমচীদের ডেকে হুকুম দিয়েছিলেন বেগম শাহরাজাদের কাহিনী গুলির সঙ্গে এই ইতিহাসটুকুও সোনার জলে লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আর তিরিশ খণ্ডের সেই সংকলনটির নাম দিয়েছিলেন "আলিফ লায়লা"।

উই ॥ "আলিফ্ লায়লা" ! মির্জা, তুমি আমাকে এক কপি ওই "আলিফ্ লায়লা" জোগাড় করে দিতে পারো ? পড়বার জন্যে মনটা আমার এত চঞ্চল হয়ে উঠছে।

মির্জা ॥ কিতাবখানা তো আমার কাছেই আছে কিন্তু তুমি কি একা একা ওটি সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার—ঠিক আছে—আমাকে তুমি আরও কিছুদিন মাস্টার রাখো—Original থেকে অনুবাদ শুনতে শুনতে দেখবে আরবীতে তুমি একজন মাস্টারপিস হয়ে গেছো।

উই ॥ "আরব্য রজনী" বোধহয় তাহলে আর পড়া হয়ে উঠবে না আমার, বন্ধু।

মির্জা ॥ কেন জোনস্ ? কি হোল ? এনি থিং রঙ্গ অন্ মাই পার্ট ? প্লিজ ক্ল্যারিফাই মাই ফ্রেণ্ড্।

উই ॥ না বন্ধু না, গল্‌তি তোমার তরফের না, তুমি আমাকে যা দিয়েছ্ তার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞই থাকবো। কিন্তু বেনেট স্কলারশিপের ওই কটা মাত্র পাউণ্ডে অক্সফোর্ডের মত জায়গার সমস্ত খরচ খরচা চালিয়ে আরবী শেখার পেছনে ব্যয় করা সত্যিই কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছে। মায়ের ওপরও তো বেশী চাপ দিতে পারি না। সুতরাং—

[বলতে বলতে **Reviczki**-র প্রবেশ]

রেভি ॥ কোথাও চাকরি নেওয়া ভিন্ন কোনো গত্যন্তর নেই তোমার ।

উই ॥ বুঝলাম। কিন্তু সে চাকরীও তো মনোমত একটা জোগাড় করতে হবে। উপযুক্ত স্থান, যোগ্য পাত্র—এসব চাইলেই কী এত সহজে পাওয়া যায় ?

রেভি ॥ পাওয়া যায় মানে ? ধরে নাও পেয়ে গেছো।

উই ॥ রেভিজ্ কি, কি, বলছো বন্ধু !

রেভি ॥ ঠিকই বলছি বন্ধু। কিন্তু তোমার মা কি তোমাকে সে চাকরি নিতে দেবেন ?

মির্জা ॥ আমরা সকলে বুঝিয়ে বললে, আশা করি তিনি অমত করবেন না।

রেভি ॥ তোমার মুখে অর্থাভাবের কথাটা সেদিন শোনার পর থেকেই সন্ধান করতে শুরু করেছিলাম। হঠাৎ একটা সুযোগও হাতের কাছে এসে গেছে। এখন তুমি যদি রাজী থাকো—তো—

উই ॥ নেহাৎ কোনো অসম্মানসূচক সর্ত না থাকলে, তুমি তো জানো, আমার রাজী না হওয়ার কোনো কারণই—নেই। এখন বলো বন্ধু চাকরিটা কী ?

রেভি ॥ শিক্ষকতা, একেবারে গৃহশিক্ষকতা।

উই ॥ গৃহশিক্ষকতা ? কোথায় ?

রেভি ॥ একটা মস্ত বড় সুযোগ এসেছে জোন্স্। এর সদ্ব্যবহার তোমাকে করতেই হবে।

উই ॥ অর্থাৎ ?

রেভি ॥ কোনো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার যাতায়াত আছে। কথায় কথায় শুনলাম মহিলা তার সাত বছরের ছেলের জন্যে গ্রীক্ ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ জানা একজন গৃহশিক্ষকের সন্ধান করছেন। তোমার নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম ঠিক এমনই একজন Oxford Scholar-এরই খোঁজ করছিলেন লেডি জর্জিয়ানা স্পেনসার।

উই ও মির্জা ॥ লেডি জর্জিয়ানা স্পেন্সার !

রেভি ॥ হ্যাঁ, বন্ধু হ্যাঁ। লেডি জর্জিয়ানা স্পেন্সার, তাঁর ছেলে জর্জজনের জন্যে গৃহশিক্ষক চান। আমি তোমার বরাত জোরটার কথাই ভাবছি।

উই ॥ আমি কিন্তু ভাবছি—অতবড় লর্ড ফ্যামিলিতে গিয়ে আমি কী নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবো ? অথচ এমন একটা সুযোগ—

মির্জা ॥ কিছুতেই হাতছাড়া করা তোমার উচিত হবে না, উইলিয়ম। আর আমি তোমাকে যতদূর দেখেছি—পড়াশুনা নিয়ে তুমি নিজেকে এমন ডুবিয়ে রাখতে পারো যে—দৈনন্দিনের ক্ষুদ্রতা কিছুতেই তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

উই ॥ কিন্তু Wimbledon Park-এ অতবড় রাজপরিবারে গিয়ে গৃহ-শিক্ষক হয়ে দিনের পর দিন কাটানোটা শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে না দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ?

রেভি ॥ ও নিয়ে তুমি মোটেই ভেবো না জোন্স্। রাজবাড়ীতে একটা মস্ত বড় লাইব্রেরী আছে—বিভিন্ন ভাষার হাজার হাজার বই আছে। অবসর সময়টা যে কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে তুমি বুঝতেই পারবে না।

উই ॥ ঠিক আছে। প্রাচ্যের ভাষা—প্রতীচের সাহিত্যকে আমি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছি, মির্জা সাহেব। সুতরাং মিঃ রেভিজ্‌কির প্রস্তাবে আমি সম্মত।

মির্জা ॥ হুররে ! মিঃ রেভিজকি, আপনাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রেভি ॥ ধন্যবাদ মিঃ মির্জা। ধন্যবাদ মিঃ উইলিয়ম জোনস্।

উই ॥ ধন্যবাদ। চলো, আমরা সকলে একসঙ্গে গিয়ে মাম্মিকে এই সুসংবাদটা দিই।

রেভি ॥ নিশ্চয়ই। চলো আমরা সকলে গিয়ে মাদাম মেরীনিক্সের তৈরী কেক্ খেয়ে আসি।

[মঞ্চ অন্ধকার]

[দৃশ্যান্তর]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[Chilbolton শহরে বিশপ Jonathon Shipley-র সুসজ্জিত ড্রইংরুম্। Lord Style এ ঘরখানি সাজানো। বিশপ কন্যা Anna Maria তার ডায়েরী থেকে একটা কবিতা পড়ছে। অদূরে বিশপ পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।] [১৭৭০ খৃঃ]
[সময় ঃ সন্ধ্যা]

মারিয়া ॥ "মিষ্টি মেয়ে যদি তুমি আমার
প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাও এবং
আমার দুটি বাহু তোমার কণ্ঠলগ্ন
হতে দাও, তা হ'লে তোমার ওই
গোলাপী গাল ও শুভ্র বাহুর রূপমাধুরী
কবি কে যে আনন্দ দেবে, তার কাছে
বোখরার সমস্ত স্বর্ণসম্পদ ও সমরকন্দের
সমস্ত দৌলত তুচ্ছ।"

বিশপ ॥ অপূর্ব্ব, এটা নিশ্চয়ই কোনো প্রাচ্য সাহিত্য থেকে জোন্সের অনুবাদ করা কবিতা।

মারিয়া ॥ হ্যাঁ বাবা, এটা হ'ল একটা ফারসী গানের অনুবাদ।

বিশপ ॥ জোনস্ ইস্ রিয়্যালি রোম্যান্টিক। ডিসাইডেড্লি মোর রোম্যান্টিক্ দ্যান জন্ মিলটন্।

মারিয়া ॥ আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, জোনস্ নেহাৎই একজন রসকসহীন প্রাচ্য-ভাষবিদ্মাত্র। শুধুমাত্র কাব্যকে জানবার জন্যেই ও কাব্য পড়ে—তার অনুবাদ করে। কাব্যিক মনের খবর ও রাখে না, রাখতেও বোধহয় চায় না।

বিশপ ॥ তোমার হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন, মাই চাইল্ড্।

মারিয়া ॥ ভাষা, সাহিত্য ওর নিত্য সঙ্গী, আমি যতদূর জানি মহাকবি

২

শেক্‌স্‌পীয়র ওর সবচেয়ে প্রিয় কবি। অথচ তার বাই-সেন্টিনারী সেলিব্রেশনের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে ও কাল stratford এ গেল না।

বিশপ ॥ সে তো জর্জ জনকে ও বন্ধুর মত ভালোবাসে, ভাই এর মত স্নেহ করে—ও তার গৃহশিক্ষক—তবু জর্জের জন্মদিনের হৈ হুল্লোড়ে কখনও যোগ দেয় না।

মারিয়া ॥ আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে কিন্তু X-Mas-এর পার্টিতে absent থাকে। অথচ স্পেন্সার ফেমিলির প্লেজার ট্রিপে continent টুরএ যেতে তো কোনো দ্বিরুক্তি করে না।

বিশপ ॥ ওটা বোধহয় জোনস্‌ চাকরী বজায় রাখার তাগিদে নিতান্ত বাধ্য হয়েই করে। আসলে নাচ গান হৈ চৈ এ সময় কাটানোর চেয়ে লাইব্রেরিতে বই নিয়ে বসে থাকতেই ও বেশী আনন্দ পায়। ফ্রান্সের হালকা হাসির জোয়ারে গা ভাসাতে কিংবা ইটালির থমথমে বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে জোন্‌স্‌ মোটেই পছন্দ করে না।

মারিয়া ॥ তাহলে ওই চাকরিটা ছাড়াবার মত সুযোগও তো ওর জীবনে এসেছিল। বি. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্পানিস, হিব্রু. আরবী, ফার্শীতে দখল আছে জেনে গ্রাফ্‌টনের ডিউক তো এককথায় ওকে দো-ভাষীর চাকরিটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই অফারটা—

বিশপ ॥ জোন্‌সের পক্ষে—

মারিয়া ॥ খুব সম্মানজনক হ'ত না, এই বল্‌বে তো। ডেনমার্কের ডিউক "তারিখ-ই নাদিরই"র যে ফার্সী পাণ্ডুলিপিখানা অনুবাদের জন্যে এখানে এনেছেন, সে ব্যাপারেও তো—

বিশপ ॥ আসলে জোনস্‌ খুব স্বাধীনচেতা মানুষ। নাদির শাহের লুণ্ঠনকারী চরিত্রটা ঠিক মনে ধরে নি। তাকে ফুটিয়ে তুলে ওর মন ভরবে না তাই—

মারিয়া ॥ সবই যে মন ভরাবে এমনটা তো নাও হ'তে পারে তবু মান বাঁচাতেও তো মানুষকে কিছু কিছু কাজ করতে হয়। এখন যদি—ওই পাণ্ডুলিপিটির ফরাসী অনুবাদের জন্যে ডিউক ফ্রান্সে যান, সেক্ষেত্রে—

[সহাস্যে জোন্‌সের প্রবেশ]

জোনস্ ॥ জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডের সম্মানটা বাস্তবিকই ক্ষুন্ন হবে। মারিয়া ঠিক কথাই বলেছে ফাদার, আমিও সেই ভেবে স্থির করলাম—"তারিখ-ই নাদিরই"র ফার্সী পাণ্ডুলিপিখানা আমি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে দেব।

বিশপ ॥ জোনস্, মাই বয়, জানতান, আমি জানতাম—একদিন না—একদিন এ কাজ করতে রাজী তুমি হবেই হবে।

জোনস্ ॥ পাণ্ডুলিপিখানা প্রথমবার পড়ে দিগ্বিজয়ী নাদিরকে একজন নিষ্ঠুর ঘাতক বলেই মনে হয়েছিল—তার মধ্যে কোনো মহত্ব খুঁজে পাইনি। কিন্তু দ্বিতীয় বার পড়তে গিয়ে দেখলাম—নাদির শুধু—

বিশপ ॥ নাদির শুধু—

জোনস্ ॥ একজন লুণ্ঠনকারী দস্যু হিসাবে হিন্দুস্থানের মাটিতে চিহ্নিত হলেও খোরাসানে সে এক নতুন রাজনীতির জন্ম দিয়ে গেছে।

বিশপ ॥ কি রকম? কি রকম?

জোনস্ ॥ কেবল মাত্র বংশ পরিচয় কিংবা রক্তের সম্পর্কই নয়, শৌর্য্য বীর্য পরাক্রম আর বুদ্ধিবলে একজন মেষপালকের বংশধরও যে সিংহাসন কিংবা রাজ সম্মানের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে নাদির তার কাজের মধ্যে দিয়েই একটি সুস্পষ্ট নজির তুলে ধরেছেন।

বিশপ ॥ Law of Succession এর এতখানি bold reform-এর পরিকল্পনা কিন্তু আমাদের এই পাশ্চাত্যদেশেও বিরল। ইউ আর এ জিনিয়াস্, মাই বয়, তাই প্রসঙ্গটা তোমাকে appeal করেছে। যে গড্ ব্লেস্ ইউ, মাই সন, যে গড্ ব্লেস্ ইউ। [প্রস্থান]

জোনস্ ॥ মারিয়া !

মারিয়া ॥ বল !

জোনস্ ॥ বিশ্বাস করো stratford এ যাবো বলে কাল বেরিয়েছিলাম ঠিকই। মিঃ গ্যারিকের কণ্ঠে শেকস্‌পীয়র থেকে আবৃত্তি শোনবার প্রবল বাসনাও জেগেছিল কিন্তু—

মারিয়া ॥ মারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে ভেবেই বোধ হয়—শেষ পর্য্যন্ত আর যাওয়া হয়ে উঠল না। তাই না জোনস্ ?

জোনস্ ॥ হঠাৎ একথা বলছো কেন মারিয়া ? এ কথা ভাববার—

মারিয়া ॥ অবকাশ তুমিই আমাকে করে দিয়েছো জোনস্, শুধু কাল কেন, সত্যি করে বলো তো কোন্‌দিন কবে কোন্ আনন্দ অনুষ্ঠানটায় তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ ?

জোনস্ ॥ ওঃ, এই কথা ! আই অ্যাম রিয়্যেলি সরি মারিয়া। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো—আমি বুঝি একটা Lark—বড় জোর একটি Nightingel—ময়ূর পুচ্ছ শোভিত হয়ে ময়ূর-ময়ূরীদের তালে তাল মিলিয়ে নাচবার জন্যে ছুটে চলেছি।

মারিয়া ॥ জোনস্ !

জোনস্ ॥ হ্যাঁ, মারিয়া। ঠিক তখনই মনটা অন্তর্দ্বন্দ্বে চঞ্চল হয়ে ওঠে—Lord Spencer এর লাইব্রেরীটার মধ্যে ছুটে যাই—সাহিত্য সাধনায় ডুবিয়ে দিই নিজেকে—কফির পেয়ালার উষ্ণ আস্বাদে তাজা করে নিই মনটাকে।

মারিয়া ॥ সুরার চেয়ে কাব্যসুধা—নাচের চেয়ে নদীতে সাঁতার কাটাটাকেই তুমি বেশী পছন্দ কর তা আমি জানি। কিন্তু জোনস্, কাব্যসাগরে মানস-সুন্দরীকে নিয়ে সাঁতার কাটার উন্মাদনা দিয়ে চিরদিন কি মনকে চোখঠেরে রেখে দেওয়া যায় ?

জোনস্ ॥ জানি, মারিয়া, যায় না। আর সেই জন্যেই বোধহয় তোমাদের society-তে misfit বুঝেও এমন অবাধে তোমাদের বাড়ীতে আমি আনাগোনা করি।

মারিয়া ॥ জোনস্, মাই ডিয়ার ফেলো, তুমি একজন এত বড় ভাষাবিদ, পৃথিবীর কত ভাষা তুমি বোঝ অথচ আমার মনের ভাষাটি—কেন যে তুমি বুঝতে পারো না, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি।

জোনস্ ॥ বুঝি মারিয়া, আমি সব বুঝি—কিন্তু—

মারিয়া ॥ জোনস্! তুমি বোঝ যে—আমি তোমাকে—

জোনস্ ॥ হ্যাঁ মারিয়া, আমাদের সেই প্রথমদিনের প্রথম দেখা—প্রথম আলাপ—প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না।

মারিয়া। আমিও ভুলতে পারবো না, জোনস্! সে দিনটিকে আমিও কোনদিন ভুলতে পারবো না।

জোনস্ ॥ Love at first sight!

মারিয়া ॥ ঠিক তাই। লেডী জর্জিয়ানা স্পেন্সারের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে শুনলাম, জন্‌কে পড়াবার জন্যে যে গৃহশিক্ষকটি নিযুক্ত হয়েছে—সে শুধু অক্সফোর্ড স্কলারই নয়—পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সাহিত্যের রীতিমত একজন বিদগ্ধ রসিক। তারপর খাবার টেবিলে দু'জনের দেখা হল।

জোনস্ ॥ তুমি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছো বুঝে আমি তোমার দিকে চোখ ফেরালাম। সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ নামিয়ে নিলে।

মারিয়া ॥ তারপর থেকে বারে বারে তুমি আমার দিকে এমন আড়চোখে তাকাচ্ছিলে যে, আমি রীতিমত নার্ভাস হয়ে কফির পেয়ালায় চামচের পর চামচ চিনি দিয়ে চলে ছিলাম। ভাগ্যিস্, লেডী জর্জিয়ানা সাবধান করে দিলেন—তা না হলে—

জোনস্ ॥ বিনা চিনিতেও বোধ হয় কফিটা সেদিন আমার খুব সুস্বাদুই লাগতো মারিয়া—

মারিয়া ॥ তারপর থেকে কারণে অকারণে জর্জ জনদের বাড়ীতে ছুটেছি—জনকে দেখার ছল করে তার পড়ার ঘরে গেছি—বই খোঁজার ছুতোয় লাইব্রেরিতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি।

জোনস্ ॥ সেই সুবাদে আমিও যাতায়াত শুরু করেছি তোমাদের প্রাসাদে। তোমার বাবা ফাদার জোনাথন আমাকে ছেলের মত ভালোবাসতে শুরু করেছেন। কত বড় বড় ডিগ্‌নেটরীই না তোমার বাবার কাছে আসেন। তিনি সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তা নইলে তাদের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশা করার সুযোগ কি আমি জীবনে পেতাম?

মারিয়া ॥ এইটুকুই শুধু তুমি চেয়েছিলে জোনস্? আর কিছুই কি চাও না?

জোনস্ ॥ চাই মারিয়া, আমি শুধু বলতে চাই—আমাদের সেই প্রথম দেখা—ভালোবাসা—যেন শেষ বিদায়ের বন্ধুত্বেই অটুট থাকে।

মারিয়া ॥ শুধুই বন্ধুত্ব! আর কিছুই চাওনা জোনস্?

জোনস্ ॥ এর বেশী আর কীই বা চাইতে পারি, প্রিয়তমে?

মারিয়া ॥ আমাদের এই ভালোবাসার জোরে তুমি কী আমাকেও দাবী করতে পার না, প্রিয়তম?

জোনস্ ॥ মারিয়া!

মারিয়া ॥ হ্যাঁ, জোনস্, হ্যাঁ। আমি তোমার জীবন সঙ্গিনী হয়েই চিরদিন তোমার পাশে পাশে ছায়ার মত থাকতে চাই।

জোনস্ ॥ কিন্তু মারিয়া, আমার না আছে সম্পত্তি, না প্রতিষ্ঠা—সেক্ষেত্রে তোমাদের আত্মীয় স্বজন—

মারিয়া ॥ ও নিয়ে তুমি মোটেই ভেবো না, জোনস্। ড্যাডিকে আমি সব বলেছি, দেখো, "তারিখ-ই নাদিরই" অনুবাদ করবার পর লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তোমাকে **Fellowship** দেবেই দেবে আর সেই সঙ্গে **Johnson** ক্লাবের সদস্য পদ তোমার বাঁধা।

জোনস্ ॥ এ সব তো গেল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সোপান। কিন্তু অর্থ? সেটা তো—

মারিয়া ॥ চেষ্টা করলে যে কোনো একটা অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করা তোমার পক্ষে মোটেই কষ্ট সাধ্য হবে না, জোনস্।

জোনস্ ॥ অল্‌রাইট। Cicero ছাঁদেই জীবনটাকে একবার ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে দেখব, মারিয়া। আমি কথা দিচ্ছি—গৃহশিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দেব—Bar-এ join করব। Barister আর Senator হিসেবে ভাগ্যের সন্ধান করব। কিন্তু প্রিয়ে, সব ব্যাপারটিই যে বেশ সময় সাপেক্ষ?

মারিয়া ॥ ভেবো না জোনস্, দেখো, তোমার জন্যে আমি ঠিকই অপেক্ষা করে থাকবো।

জোনস্ ॥ কতদিন—তুমি আর কতদিন—আমার পথ চেয়ে বসে থাকতে পারবে মারিয়া?

মারিয়া ॥ অনেক—অনেক দিন—ধরো—প্রয়োজন হলে সারাজীবন।

জোনস্ ॥ মারিয়া!

মারিয়া ॥ জোনস্!

জোনস্ ॥ যে যে গুণ সম্পন্ন জীবনসাথীকে নিয়ে একটি সুস্থ সুন্দর সুখী জীবন যাপন করা যায় তার সবগুলিকেই আমি তোমার মধ্যে যেমন দেখলাম, তেমনটি আমার মা ছাড়া আর কারো মধ্যে কখনও দেখিনি, তোমাকে নিজের করে পেতে সব রকম চেষ্টাই আমাকে করে দেখতে হবে, মারিয়া।

মারিয়া ॥ আমিও তোমাকে হারাতে পারবো না, উইলিয়ম্। কিছুতেই তোমাকে আমি হারাতে পারবো না।

জোনস্ ॥ অ্যানা—মাই ডার্লিং—

মারিয়া ॥ উইলিয়ম—মাই ডিয়ার—

[আলিঙ্গন ও মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার।]

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা]

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

॥ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ ॥ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ ॥ [সময় : সকাল]

[অসুস্থ মেরী নিক্স ডিভানে আধ-শোয়া। মেয়ে হেলেন জলের গ্লাস হাতে তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে।]

হেলেন ॥ ওষুধটা খেয়ে নাও, মাম্মি।

নিক্স ॥ অনেক দিন তো হ'ল, আর কেন, এবার আমায় তোমরা হাসি মুখে বিদায় দাও, হেলেন। তোমাদের কোলে মাথা রেখে আমি একটু শান্তিতে মরি।

হেলেন ॥ আবার তুমি ওই এক কথা বলছো, মাম্মি। তোমাকে না বলেছি উইলিয়মের খুব ইচ্ছে, সুপ্রীম কোর্টের জজের পদটা পেলেই ও তোমাকে ইণ্ডিয়া দেখিয়ে আনবে।

নিক্স ॥ ইণ্ডিয়া দেখবার বাসনা আমার নেই, হেলেন, ভেবেছিলাম চাকরিটা বোধহয় ওর হয়ে গেল। অ্যানার সঙ্গে চার হাত এক করে দিয়েই পরম নিশ্চিন্তে তোমার বাবার পাশে ঘুমুতে যাব। তা, আর বোধহয় হ'ল না—তার আগেই—

হেলেন ॥ অমন কথা বোলো না মাম্মি। তুমি ছাড়া উইলিয়মের আর কে আছে বল? ওকে দেখবে কে?

নিক্স ॥ কেন, তোমরা তো আছো। তোমরা ওকে দেখো। বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করে দিও। একটাই সান্ত্বনা—অ্যানা মারিয়া মেয়েটি বড় ভালো—ওর জুড়ি মেলা ভার। নইলে জোনস্ আমার যে রকম আত্মভোলা ছেলে—

হেলেন ॥ তা—যা—বলেছ, মাম্মি, তোমার আশীর্বাদে উইলিয়ম সত্যিই ও'রকম একটা মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছে—তা নইলে—

নিক্স ॥ কি যে হ'ত কে জানে? অ্যানার বাবা বিশপ সিপ্‌লি মশায়ও যেন মাটির মানুষ।

হেলেন ॥ উইলিয়মকে উনি নিজের ছেলের মতই ভালোবাসেন। ওঁর সান্নিধ্যে না এলে—

নিক্স ॥ লেডি জর্জিয়ানা মহিলারও তুলনা হয় না।

হেলেন ॥ নিশ্চয়ই, জোনস্‌কে উনি শুধু জর্জের গৃহশিক্ষক হিসেবেই কখনও দেখেন নি। জর্জের ভাই বলেই মনে করেন। নিজের ছেলের চেয়েও বোধহয় জোন্সকেই বেশী স্নেহ করেন।

নিক্স ॥ বটেই তো, তা নইলে এক কথায় পড়ানো ইস্তাফা দিয়ে উইলিয়ম্‌ মিড্‌ল টেম্প্‌ল্‌ বারে Join করল। তার পরও ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে—ওব নির্দেশ ছাড়া—জর্জের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত Lady জর্জিয়ান এখনও পর্য্যন্ত নেন না।

হেলেন ॥ তাছাড়া উইলিয়ম্‌ যখন Lord suffolk-এর Secretary ship-এর জন্যে apply করল, তখন তাকে ওই পদে নিয়োগ করাবার কম চেষ্টা উনি করেছিলেন?

নিক্স ॥ তারপর সেই ডিভন্সবর এর ডিউক যখন একজন দক্ষ auditor খুঁজছিলেন, তখনও Lady Spence ওর জন্য কত চেষ্টাই না করেছিলেন।

হেলেন ॥ সবই ভাগ্য, সবই আমাদের ভাগ্য মান্নি। তা নইলে তোমার Guidance-এ নিজের চেষ্টায় জোনস্‌ এম.এ পাশ করল, দক্ষ আইন-জীবী হিসাবে Lord Bathurst তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে Commissioner of Bankrupts করলেন। তারিখ-ই-নাদিরইর অনুবাদ ছেপে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌ হিসাবে স্বীকৃতি স্বরূপ লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাকে Fellow-ship দিয়েছে, Samuel Johnson তাঁকে শুধু সদস্যপদই দেন নি, তাঁর ওই বিশ্ববিখ্যাত ক্লাবের সভাপতি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তবু—

নিক্স ॥ হাজার চেষ্টা করেও Lord Bathurst তাকে ইণ্ডিয়ার ওই বিচারকের পদটিতে নিয়োগ পত্র দিতে পারলেন না।

হেলেন ॥ Lord North যদি Lord Thurlow-কে Chancellor-না, করতেন, তাহ'লে বোধ হয়—

নিক্স ॥ Johnson সাহেব জোন্সের ফার্সী ব্যাকরণ খানা পাঠাবার পর, প্রাচ্যভাষাবিদ হিসাবে জোন্স্‌কে ইণ্ডিয়ার সুপ্রীম কোর্টে বিচারকের আসন দিতে, Warren Hastings আপত্তি করবেন না ঠিকই—কিন্তু Recommendition-টা তো এখান থেকে যেতে হবে।

হেলেন ॥ কিছু মনে কোরো না মাম্মি, তোমার জোন্সেরও কিন্তু দোষ আছে প্রচুর। একটা লোক অযথা ট্রেনের alarm চেন টেনেছিল বলে ইণ্ডিয়া ফেরৎ একজন জজ যেই তাকে Capital punishment দিল—অমনি তিনি তাকে বাঁচাতে ছুটলেন।

নিক্স ॥ ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবীরা কখনও বিচারের প্রহসনে লঘুপাপে গুরু-দণ্ড দেওয়া সহ্য করতে পারে না, হেলেন। জোনস্‌ ন্যাচারল্ জস্টিস্‌ এর ভিত্তিতেই কিন্তু লোকটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

হেলেন ॥ সবই ঠিক ছিল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমালোচনটা না করলেই পারতো। ভারত উপনিবেশে কোম্পানির প্রাচ্য-আইনের অপব্যবহার যে ইংলণ্ডের বিচার বুদ্ধিকে দূষিত করে দিতে পারে—এ মনোভাবের—

[মারিয়ার ভাই উইলিয়ম সিপ্‌লির প্রবেশ]

সিপ্‌লি ॥ অংশীদার, মিঃ জোন্‌স্‌ ছাড়াও আরও অনেকে আছে এই ইংল্যাণ্ডে, ম্যাডাম্ হেলেন।

নিক্স ॥ মিস্টার সিপ্‌লি, জোন্সের কোনো খবর পেলে, মাই বয় ?

সিপ্‌লি ॥ পেয়েছি। অপরাধ নেবেন না, ম্যাডাম্‌, আপনার নিষেধ আমি মানতে পারি নি, আপনার অসুখের খবর জানিয়ে ফ্রান্সে বেনজামিন সাহেবকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। এই মাত্র উত্তর পেলাম—সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন। আজই এসে পৌঁছে যাবে।

নিক্স ॥ খবরটা না জানালেই পারতে। আমাকে ত একদিন না একদিন মরতেই হবে, মাই সন্‌। আর আমি জানি—তোমরা থাকতে আমার সদ্গতির কোনো ত্রুটিই হবে না। আমার অসুস্থতার সংবাদ পেলে জোনস্‌—হতবুদ্ধি না হয়ে পড়ে—তার আবার কোনো—

সিপ লি ॥ ভয় নেই, ম্যাডাম নিক্স। আমি তাকে অভয় দিয়েই বলেছি যে, একটু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সে যেন চলে আসে।

নিক্স ॥ আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি থেকে জোন্‌স্‌ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারল না; না ?

সিপ্‌লি ॥ না, ম্যাডাম। ওখানে এখন টোরীদেরই আধিপত্য বেশী। আমার আবার হুইগ্‌পন্থী কিনা।

হেলেন ॥ কোথায় কোন্‌ আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, তাকে **Support** করতে গিয়ে দেশের লোককে খেপিয়ে দেবার কোনো মানেই হয় না, মিঃ সিপ্‌লি।

সিপ্‌লি ॥ ও তুমি বুঝবে না, মিসেস্‌ হেলেন, অ্যামেরিকার স্বাধীনতা একদিন বিশ্বে মানবসভ্যতার বিবর্তন এনে দেবে, এই কথাটা মিঃ জোনস্‌ বুঝেছে; আমার মত আরও পাঁচ জনকে বুঝিয়েছে—তা নইলে আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন ধরেই তো মেসার্স **Richard Price; John wilkes, John cart-wright, John Jebb, charles Lennox** দের যাতায়াত ছিল—তবু তো আমি আগে এমন **extremist** হতে পারি নি। যদি না মিঃ জোনস্‌—

হেলেন ॥ Mr. Benjamin Franklin-এর সঙ্গে দেখা করতে এমন ঘন ঘন France-এ না দৌড়ত তাহলে বোধহয়—

[জর্জ জনের প্রবেশ]

জর্জ ॥ এতদিনে মিসেস অ্যানা মারিয়াকে নিয়ে বহাল তবিয়তে ইণ্ডিয়া পাড়ি দিতে পারতো।

হেলেন ॥ ঠিক তাই, জর্জ জন্, ঠিক তাই, ভাই।

জর্জ ॥ নো, মিসেস হেলেন, নো। আই বেগ টু ডিফার। মিঃ উইলিয়ম জোনস্ কেবলমাত্র হুইগ্‌পন্থী বলেই যে লর্ড চান্‌সেলার তাঁর নামটা Recommend করছেন না, তা নয়, আসল ঘটনাটা হ'ল ঐ পদের আরেকজন প্রার্থী মিঃ হারগ্রেভ্ (F.H. HARGRAVE) হ'লেন—লর্ড থার্লোর ঘনিষ্ট বন্ধু বিশেষ।

হেলেন ॥ তাহ'লে লর্ড থার্লো তো ইতিমধ্যে বন্ধুর নামটাই সুপারিশ করে দিতে পারতেন।

জর্জ ॥ মিঃ জোন্‌সের যোগ্যতার কথা চিন্তা করেই বোধহয় সে সাহস তিনি করতে পারছেন না, অথচ বন্ধুত্বের খাতিরে তাকেও বাদ দিতে পারছেন না। তাই, শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে নীরবতা পালন করেছেন।

সিপ্‌লি ॥ কিন্তু এই ভাবে নীরব উনি কতদিন থাকতে পারবেন, জর্জ? আর ঠিক এই কারণেই Radicals দের সঙ্গে আমরাও—

জর্জ ॥ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে রায় দিই। ঘন ঘন বেনজামিন্ ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে মিঃ জোনস্ ফ্রান্সে দৌড়ান।

হেলেন ॥ কিন্তু মুমূর্ষু মায়ের মুখ চেয়েও কি তোমার মিস্টার জোন্সের ওই সব একগুঁয়েমিপনা ছেড়ে জাজ্‌শিপটা পাওয়ার জন্যে ইংলণ্ডেশ্বরের আস্থা অর্জন করবার চেষ্টা করা উচিত নয়?

নিক্স ॥ না, হেলেন, না। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্যে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দেবার আমি বিরোধী। দেশের স্বার্থ—ব্যক্তি কিংবা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির অনেক উর্দ্ধে। উইলিয়মকে আমি বরাবর এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছি। জোনস্ তা অনুসরন করে চললে আমি স্বর্গে থেকেও শান্তি পাব।

উভয়ে ॥ ম্যাডাম্ মেরী নিক্স!

সিপলি ॥ মিঃ জোন্সের ভাগ্যকে সত্যিই ঈর্ষা হয়, ম্যাডাম—শুধু এই কথা ভেবে যে—সে আপনার মত একটা মাম্মি পেয়েছিল।

জর্জ ॥ সত্যিই মায়ের মত মা না পেলে জীবনে কিছুতেই সাফল্যলাভ করা যায় না। ভগবান যীশুর কৃপায় আপনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন। তবে শুধু একটা কথাআপনাকে জানিয়ে রাখি ম্যাডাম—এথেন্সের উত্তরাধিকার আইনের ওপর মিঃ জোন্সের সংকলনটি তাঁকে সাফল্যের সোপানে উত্তীর্ণ করবেই করবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হয়ে ইণ্ডিয়াতে যাওয়া তাঁর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

নিক্স ॥ সেদিন হয়তো আমি থাকবো না, তোমরা দেখো জর্জ, তোমরা দেখো. মিঃ সিপ্লি। ভগবান যীশুর কাছে আমি দিনরাত সেই প্রর্থনাই জানাই। **Amen-Amen-Amen**

॥ দৃশ্যান্তর ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[মঞ্চে আলো জ্বললে দেখা যাবে, Edmund Burke জোন্সের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঢুকছেন।]

বার্ক ॥ Excellent জোনস্, Excellent। প্রাচ্যের ওই নেটিভদের সাহিত্যের ওপর তুমি যতখানি—Justice দেখিয়েছে, আইনজীবী হিসাবে ভারতীয় বিলগুলির প্রতি, বিশেষ করে Bengal Bill এর ওপরও এতদিন ধরে তুমি ততোধিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিলে।

জোনস্ ॥ বিলগুলির কিছু কিছু অংশ সত্যই সুন্দর ও সসম্মানে মেনে নেবার যোগ্য যে ছিল, মিঃ বার্ক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে নি। কিন্তু—

বার্ক ॥ তুমি এমন সহিষ্ণুতার সঙ্গে একাধারে promoter ও opposer-দের বক্তব্য রাখতে সুযোগ দিয়ে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলে যে, তা দেখে আমার সত্যিই তাক্ লেগে যাচ্ছিল।

জোনস্ ॥ সত্যি কথা বলতে কী আপনার মত বক্তার সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে আমার রীতিমত নার্ভাস্ লাগছিল। অথচ বিলগুলির কোন কোন অংশ, বিশেষ করে, কেউ আসামী হলেই তার ছেলেদের দাস গণ্য করা এবং যুক্তি হিসাবে—তাদের স্বাধীন জীবন অপেক্ষা দাসবৃত্তির সুযোগ সুবিধাগুলিকে বড় করে দেখানোর চেষ্টাকে—আমার denial of natural justice বলেই মনে হ'ল—তাই বাদ দিতে suggest করলাম।

বার্ক ॥ আমিও তো সে ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত না হয়ে পারলাম না, জোনস্। তাছাড়া opposer দের যুক্তিগুলিকে Sumup করে আর যা যা তুমি বাদ দিতে সুপারিশ করলে—সেগুলির প্রত্যেকটিই আমার অনুমোদন লাভ করেছে।

জোনস্ ॥ আইন ব্যবসায় আসবার পর থেকে এতখানি professionel satisfaction আমি আজ পর্য্যন্ত পাই নি, মিঃ বার্ক।

বার্ক ॥ তোমার Isaeus এর বক্তৃতার অনুবাদ পড়ে বুঝেছিলাম তুমি যে শুধু একজন বুদ্ধিজীবীই নও, যুক্তি বাদীও বটে। তার পর জামিন আইনের ওপর তোমার প্রবন্ধগুলি পড়বার পর বুঝলাম—তুলনামূলক আইন প্রণয়ন ও বিশ্লেষণে তুমি অদ্বিতীয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিলের বিচার বিশ্লেষণে তোমার সহযোগিতা চাইলাম।

জোনস্ ॥ এ আমার পরম সৌভাগ্য, মিঃ বার্ক, আমার মা বেঁচে থাকলে সত্যিই খুব খুশী হতেন। ওঁর আশীর্বাদই আমার জীবনের পাথেয়। দুঃখ রয়ে গেল—ভারতবর্ষে জাজ্‌শিপ্‌টা পেয়ে তাঁকে সুখের মুখ দেখাতে পারলাম না।

বার্ক ॥ আর ইউ স্টিল্ ইণ্টারেস্টেড্ টু গো টু ইণ্ডিয়া ?

জোনস ॥ ইয়েস, মিঃ বার্ক, ইয়েস্। বিশেষ করে মা মারা যাবার পর মাটির বন্ধন আমার অনেকখানি শিথিল হয়ে গেছে।

বার্ক ॥ কিন্তু জোনস্, ইংল্যাণ্ড তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে—দেশে থেকেই তুমি তোমার মায়ের আদর্শে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

জোনস্ ॥ মিঃ বার্ক, প্রতিষ্ঠা আপনারা আমাকে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আইন ব্যবসায় যথেষ্ট সঙ্গতির সংস্থান করা বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—গোলাপ বিহীন কাঁটায় ভরা ডালপালা নিয়ে কী সারাজীবন এমনইভাবে কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে ?

বার্ক ॥ অল্‌রাইট, থার্লো'কে আমি তোমার জন্যে লিখব। কিন্তু কথা দাও, তুমি আবার দেশে ফিরে আসবে।

জোনস্ ॥ আপনি তো জানেন, মিঃ বার্ক, প্রাচ্য সাহিত্য সংস্কৃতি আইনের প্রতি আকর্ষণ আমার বরাবরই তীব্র, তবুও জন্মভূমির মাটির মায়া কি সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা যায় ? তাছাড়া পাশ্চাত্য রাজনীতির মধ্যে

নিজেকে আমি কিছুটা জড়িয়ে ফেলেছি। সে কথাও তো আপনি জানেন।

বার্ক ॥ জানি জোমস্, আর সেটাই বোধহয় তোমার এই চাকরীটা পাওয়ার পথে কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জোনস্ ॥ কিন্তু আপনি কি মনে কয়েন না, মিঃ বার্ক, লোকসভা নির্বাচনে আপামর জন সাধরণের ভোটাধিকারের প্রয়োজন আছে কিংবা প্রশাসনের অসাধুতার মোকাবিলা করবার জন্যে লোকসভার মেয়াদ কমিয়ে আনা অবশ্যই সমিচীন। নয়ত আমার মত এমন কত শত ইংলণ্ডবাসীকে সিদ্ধান্তের অভাবে দুর্ভোগের শিকার হতে হবে। সুতরাং সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

বার্ক ॥ বুঝি জোনস্, আর আমি তা বুঝি বলেই তো ইংল্যাণ্ডের কল্যানের স্বার্থেই তোমাকে ধরে রাখতে চাইছিলাম। **Any way** জাজশিপ্টা পেলে তোমার যদি সুবিধা হয় আমি তার সব রকম চেষ্টাই করব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় তুমি কি নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? **However, I will try for you.**

জোনস্ ॥ So kind of you, Mr. Buorke, So kind of you.

॥ দৃশ্যান্তর ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

॥ প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অনুরূপ ॥ ১৭৮৩ খৃঃ। [সময় : সকাল]
[বিশপ কন্যা অ্যানা মারিয়া উদাসী ভঙ্গীতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। উইলিয়ন সিপ্‌লি কোচে বসে কিছু পড়ছে কিংবা লিখছে। আবহে করুন কোনো সুরের মূর্ছনা।]

সিপ্‌লি ॥ দিনরাত কি অত আকাশ পাতাল ভাবো বলতো ?

মারিয়া ॥ কই, কিছুই ভাবছি নাতো।

সিপ্‌লি ॥ দিব্যি দেখছি ভাবছে, আবার বলে, কই, ভাবিনি তো।

মারিয়া ॥ আচ্ছা ব্রাদার তোমার কোন চিন্তা ভাবনা নেই, তাই না ?

সিপ্‌লি ॥ চিন্তা ভাবনা ছাড়া মানুষ কী বাঁচতে পারে ? অল্প বিস্তর সকলকেই তাই কিছু না কিছু চিন্তা করতেই হয়। তাই বলে তোমার মত ওই রকম দিনরাত—

মারিয়া ॥ আমার মত অবস্থায় পড়লে দেখতাম, তুমিই, কেমন নিশ্চিন্তে—

সিপ্‌লি ॥ কেন ! জোনস্‌ এর "Principles of Government" Pamphlet খানা ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে Flintshire এর Sheriff আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে। কেস্‌ চলছে। জেলও হতে পারে। আমার মধ্যে কোনো উদ্বেগ দেখেছো ?

মারিয়া ॥ Thomas Erskine এর মত দুঁদে আইনজীবি তোমার হয়ে লড়ছেন। সসম্মানে খালাস তুমি পাবেই। তাই তোমার কোন চিন্তাই নেই—আমার মত অবস্থায় পড়তে—তখন দেখতুম।

সিপলি ॥ [হো হো করে হেসে ওঠে] আচ্ছা ! আমরা না হয় কোনো চেষ্টাই করছি না, কিন্তু Load Bathurst, Lary Spencer মায় Lord

Ashburton পর্য্যন্ত কম চেষ্টা করছেন না—ওকে একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতে। আর জোনস্‌কেও বলিহারি যাই—একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ—বার্ষিক ছ'হাজার পাউণ্ড ইন্‌কাম্ করতে পারলে বিয়ে করবে না।

মারিয়া ॥ ব্রাদার, ভালো হচ্ছে না বলে দিচ্ছি—আমি কী সে কথা ভাব্‌ছি না কি?

সিপলি ॥ ভাববারও কিন্তু যথেষ্ট কারণ আছে মারিয়া—দেখতে দেখতে ষোলটা বছর কেটে গেলো অথচ তার মধ্যে জোনস্‌এর একটা—

মারিয়া ॥ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় এসেছে। আইনজীবী হিসাবে দেশ বিদেশে বেশ নামও করেছে। এখন যদি—

সিপ্‌লি ॥ মোগল উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার গ্রন্থটি এবার ওকে সাফল্য এনে দিতে পারে—দেখা যাক্।

মারিয়া ॥ লর্ড অ্যাস্‌বার্টন তো থার্লোকে Recommend করতে বাধ্য করবার জন্যে Lord Shellburne-কে সবিশেষ অনুরোধ ও করেছেন। সেক্ষেত্রে—

[সহসা জোন্‌সের প্রবেশ]

জোনস্ ॥ ইউরেকা! মারিয়া, ইউরেকা! পেয়েছি।

উভয়ে ॥ পেয়েছো? কি পেয়েছো, জোনস্?

জোনস্ ॥ থার্লোর সুপারিশ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের দরবারে পাঠানো হয়েছে সেই সংবাদ!

উভয়ে ॥ জোনস্! এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?

জোনস্ ॥ লর্ড অ্যাসবার্টনের লেখা চিঠিখানা এই মাত্র পেলাম। আর প্রাপ্তিমাত্রেন—

[বিশপ জোনাথনের প্রবেশ]

বিশপ ॥ এইখানে ছুটে এসেছো, তাই তো—

জোনস্ ॥ হ্যাঁ ফাদার! আজ আমার মা বেঁচে থাকলে—

বিশপ ॥ পুওর বয়, আই ফিল্ ফর ইউ। দুঃখু কোরো না, মাই সন—জেনো স্বর্গ থেকেও তিনি, তোমাকে আজ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ কর্ছেন।

[জর্জের প্রবেশ] [নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে]

জর্জ ॥ মিস্ মারিয়া! মিস্ মারিয়া! এই যে Sir William Jones ও এখানে আছেন দেখছি।

সকলে ॥ [সবিস্ময়ে] Sir William Jones!

জর্জ ॥ ইয়েস! Sir William Jones! কাল প্রভাতে Lord Shellburne ওনাকে Knight উপাধিতে ভূষিত করবেন।

সকলে ॥ Knighthood!

জর্জ ॥ হ্যাঁ, Lord Bathurst এইমাত্র আমাদের বাড়ীতে ফোন করে জানালেন যে ইণ্ডিয়া থেকে Lord Warren Hastings এর নিয়োগপত্র এসে গেছে। আর সেই সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

বিশপ ॥ আর আজকের এই পুণ্যলগ্নে আমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা মিস্ অ্যানা মারিয়া কে স্যর জোনস্এর হাতে তুলে দিলাম।

সিপ্লি ॥ থ্রি চীয়ার্স ফর স্যর উইলিয়াম্ জোনস্।

জর্জ ও বিশপ ॥ হিপ্ হিপ্ হুর্রে!

সিপ্লি ॥ জোনস্।

বিশপ ॥ ডোণ্ট বি সো পারটার্বড মাই সন, বাপ মা তো কারোর চিরদিন থাকে না জোন্স। আমার প্রাণের অধিক প্রিয় কন্যাকে আমি আজ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। তুমি ওকে দেখো।

জোনস্ ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ফাদার—মারিয়াকে যত্নে রাখার সম্পূর্ণ ভার আমি আজীবন বহন করবো।

বিশপ ॥ হাতে সময় খুবই অল্প। কাগজে দেখছিলাম আগামী ১২ই এপ্রিল crocodile যুদ্ধ জাহাজটি পোর্টস্ মাউথ বন্দর থেকে ইণ্ডিয়ার অভিমুখে যাত্রা করবে। কালই খোঁজ নিয়ে দেখো—যদি একটা সেলুন পাওয়া যায়, তাহলে ঐ দিনই অ্যানাকে সঙ্গে দিয়ে জোনসকে রওনা করে দেওয়া যাবে।

জোনস ॥ আপনাদের ছেড়ে অতদূর চলে যেতে হবে ভেবে মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, পাঁচ ছ বছরের বেশী ওখানে থাকবার বোধ হয় আমাদের প্রয়োজন হবে না। কারণ, কষ্টে সৃষ্টে চালাতে পারলে, বার্ষিক ৬০০০ পাউণ্ড বেতন থেকে ওই সময়ের মধ্যেই হাজার তিরিশেক পাউণ্ড জমিয়ে ফেলা যাবে। তারপর মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এসে আইন কিংবা রাজনীতিতে পছন্দমত উপায়ে দেশ সেবাও করা যাবে। তোমাদের সহৃদয় বন্ধুত্বের স্পর্শও পাওয়া যাবে।

[যন্ত্র সঙ্গীতে আনন্দধ্বনি]

বিশপ ॥ মে গড ব্লেস ইউ, মাই সন্স, মে গড ব্লেস ইউ—মে গড ব্লেস ইউ।

[ধীরে ধীরে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা নেমে আসবে।]

॥ বিরতি ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী রুম। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারীর সন্ধ্যা। স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ কর্তৃক আহূত সভা বসেছে। প্রধান বিচারপতি স্যর রবার্ট চেম্বার্স সভাপতি। উপস্থিত অন্যান্য তিরিশজন ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আছেন মিঃ চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌স, ডেভিড্‌ এ্যাণ্ডারসন্‌ প্রমুখ। স্যর উইলিয়ম জোনস্‌ স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন।]

জোনস্‌॥ মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং আজকের সভার সভাপতি স্যর রবার্ট চেম্বার্স ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, বিগত ১২ই এপ্রিল সস্ত্রীক ক্রোকোডাইল জাহাজে চেপে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস সমুদ্র পথে এশিয়া ভূখণ্ড পরিক্রমা কালে, আমার মহাবীর আলেক্‌-জাণ্ডারের বিখ্যাত উক্তিটি বার বার মনে এসেছে—"সত্য সেলুকস্‌! কী বিচিত্র এই দেশ।" আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভূখণ্ডের সেই কত অজানাকে জানবার আগ্রহে তালিকা প্রস্তুত করেছি।

আপনারা জানেন গত ২৫শে সেপ্টেম্বর আমি কলকাতার মাটিতে পা দিয়েছি। আর আজ হল ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ। এই মাস চারেক সময়ের ব্যবধানে একটি কথাই শুধু ভেবেছি যে, এই অসাধ্য সাধন কোনো মতেই আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর মিঃ ন্যাথেনিয়েল 'হ্যালহেড্‌, মিঃ চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌সের সান্নিধ্যে এসে বেশ বুঝতে পারলাম যে আপনাদের মধ্যে, অনেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা

শুরু করেছেন অথচ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হ'তে কিংবা একক প্রচেষ্টায় তাঁরা তাঁদের সাধনালব্ধ বিষয়সূচীকে প্রচার করতে পারছেন না। সুতরাং বাধ্য হয়েই আজকের সভাটি আহ্বান করেছি।

সকলে ॥ কারেক্ট্। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, স্যর উইলিয়ম জোনস্।

জোনস্ ॥ একটা কথা আমাদের অর্থাৎ এশিয়া ভূখণ্ডের এই উপনিবেশের ইংরাজবাসিন্দাগণের স্মরণ রাখতে হবে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এখন আর এখানে শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবেই চিহ্নিত নয়। প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ববিশিষ্ট গভর্নমেণ্টে রূপান্তরিত।

সকলে ॥ নিশ্চয়ই।

জোনস্ ॥ সুতরাং প্রধাণত হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত এই এশিয়া ভূখণ্ডে। পাশ্চাত্য নয়, প্রাচ্যেরই প্রচালিত আইন কানুন, সংস্কৃতি, সভ্যতা... ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। মানব-সভ্যতার ধারাবাহিকতায় প্রাচ্যের মূল্যায়ন করতে হবে।

সকলে ॥ সেই চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত হবে। হ্যাঁ, আমাদেরও তাই মনে হয়।

জোন্স্ ॥ কিন্তু এ কাজের প্রধান অন্তরায় হল মতবিনিময় সুলভ ভাষার প্রতিবন্ধকতা। এ বিষয়ে আমি সভাপতিকে অনুরোধ করি, তিনি যদি মিঃ উইলকিন্স্কে কিছু বলবার অনুমতি দেন তো আমরা উপকৃত হই।

চেয়ার্স ॥ মিঃ উইল্কিন্স্।

উইলকিন্স ॥ ধন্যবাদ। মাননীয় সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, স্যর উইলিয়ম্ জোনস্—খাঁটি কথাই বলেছেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসও এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। তাঁরই পৃষ্ঠ-পোষকতায় বাঙালী মুন্সী রাধাকান্ত শর্মা মহাশয় হিন্দু আইন ফার্সীতে অনুবাদ করায় মিঃ হ্যাল্হেড্ Code of Gentoo law ইংরাজীতে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর পঞ্চানন

কর্মকারের সহায়তায় বাংলা টাইপ তৈরী করতে পারায়, তাঁর বাংলা ব্যাকরণ বইটি আমি ছাপিয়ে দিতে পেরেছি। সংস্কৃতে দক্ষতা অর্জন করবার জন্যে মাননীয় হেস্টিংস সাহেবের অনুগ্রহে আমি এখন বেনারসের বাসিন্দা। কলকাতায় মাদ্রাসা ও বেনারসে সংস্কৃত শিক্ষায়তনও মহামান্য ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে।

চেম্বার্স ॥ থ্যাঙ্ক্ ইউ, মিঃ উইল্কিন্স্, স্যার জোনাস্, প্লিজ ক্যারি অন্।

জোনস্ ॥ মিঃ হ্যালহেড্ ও মিঃ উইল্কিন্স্ ছাড়া অন্যান্য অনেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছেন, যাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশাল এশিয়া ভূখণ্ডে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যা কিছু প্রকৃতির সৃষ্টি এবং মানুষের কীর্তি, সে সম্পর্কে গবেষণা ও জ্ঞানানুশীলন। কিন্তু সুসংহত একটি সমিতি ব্যতিরেকে তাঁরা না পারছেন বেশী দূর এগোতে—না পারছেন তাঁদের কাজের ফলশ্রুতি ইউরোপের পণ্ডিত সমাজের গোচরে আনতে।

সকলে ॥ রাইট্, পারফেক্ট্লি রাইট্।

জোন্স ॥ সুতরাং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসংক্রান্ত গবেষণার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হিসাবে "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি সমিতি গঠন করবার প্রস্তাব আমি আপনাদের অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপন করছি।

সকলে ॥ আমরা একবাক্যে সমর্থন করছি।

চেম্বার্স ॥ বেশ। সমিতির নাম এবং উদ্দেশ্য বোঝা গেল কিন্তু আইন কানুন ?

জোনস ॥ আমি মনে করি—এই নব জাত সমিতির নিয়ম কানুন হবে-মূলতঃ একটিই—যে—কোনো নিয়ম কানুনই না রাখা। সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ প্রতি বৃহস্পতিবার এই গ্রাণ্ড জুরী কক্ষেই সভ্যগণ মিলিত হবেন।

চেম্বার্স ॥ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সভায় আলোচনা হবে কিসের ভিত্তিতে?

জোনস ॥ সভায় মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করা হবে এবং তার ওপর আলোচনা হবে।

চেম্বার্স ॥ তাছাড়া—

জোনস্ ॥ শুধু ভারতীয়দের রচনার অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো অনুবাদ সভায় আনা চলবে না।

চেম্বার্স ॥ কারা কারা এই সমিতির সভ্য হতে পারবেন?

জোনস ॥ সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই সভ্য হতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি স্বতঃ প্রনোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় যোগদান করতে চান—তবেই তাঁকে সভ্যপদ প্রদান করা হবে।

চেম্বার্স ॥ এ বিষয়ে কারও কোনো বক্তব্য থাকলে ব্যক্ত করতে পারেন। [কিছুক্ষণ নীরবতা] [জোনসকে] আপনার আর কিছু বলবার আছে?

জোনস ॥ পরিশেষে আমি প্রস্তাব রাখছি—যে ইংলণ্ডে রয়্যাল সোসাইটির অনুকরণে আমাদের এই এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হিসাবে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে আমরা পাবার জন্যে তাঁর কাছে অনুরোধ জানাব।

চেম্বার্স ॥ উত্তম প্রস্তাব।

এ্যাণ্ডারসন ॥ লভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই।

চেম্বার্স ॥ বলুন।

এ্যাণ্ডারসন ॥ মহামান্য ওয়ারেন হেস্টিংস যদি সভাপতি থাকতে রাজি হন, সেক্ষেত্রে Sir William Jones কে আমরা সহঃসভাপতি থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছি, অন্যথায় তাঁকেই এই সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করতে হবে।

সকলে ॥ নিশ্চয়ই আমরা সকলেই এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সেই সঙ্গে প্রস্তাব রাখছি—মিঃ জর্জ হিলারো বার্লো সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বভার যেন গ্রহণ করেন।

জোনস ॥ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের সভা ভঙ্গের নির্দেশ দিতে তাঁকে অনুরোধ করছি।

চেম্বার্স ॥ আমাদের সভা আজকের মত এখানেই শেষ হ'ল।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সংস্কৃত পণ্ডিতের আটচালা। চাদর গায়ে পাটের কাপড় পরা টিকি ধারী দুই পণ্ডিত দাওয়ায় বসে দাবা খেলছেন।] [১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ]

১ম ॥ এই বোড়ের এক পদ।

৩য় ॥ এই ঘোড়ার আড়াই পদ, বোড়েটি তোমার গেল বাপু।

১ম ॥ তা যাক, তোমার নৌকাটি আমি ডুবিয়ে দিলাম।

২য় ॥ কুচ পরোয়া নেই। তোমার বিশপের টিকিটিও আমি ছেঁটে দিলাম।

১ম ॥ অত সোজা নয় বন্ধু, অত সোজা নয়। কুইন তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না। নৌকাখানি সোজা পাঠিয়ে দেবে।

২য় ॥ তাই নাকি। একেবারে ভরাডুবি করে ছেড়ে দিই তবে। তোমার কিংটিকে এবার সামলাও বাছাধন—এই কিস্তি—মাও ঠেলাটি এবার বোঝ।

১ম ॥ এঁ্যাঃ, শেষকালে বোড়ের চালে রাজাকাৎ! না, না, তুমি নিশ্চয়ই জোচ্চুরি করেছ—আমি ঠিক ধরতে পারি নি।

২য় ॥ [হাঃ হাঃ হাঃ] কেমন—হোল ত—কিস্তিমাৎ। পশ্য সিংহঃ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিতঃ। এ তোমার আমার কথা নয় হে বিপ্রদাস, তোমার আমার কথা নয়। স্বয়ং মুনি ঋষিদের কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী।

১ম ॥ কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি নরোত্তম, তুমি নিজে একজন পণ্ডিত হয়ে খেলতে খেলতে বললে কিনা যে (ভেংচে) বিশপের টিকিটিও ছেঁটে দিলাম।

২য় ॥ [উচ্চহাস্যে] হেরে গিয়ে দেখছি, সত্যি সত্যিই তুমি আমার উপর রেগে গেলে—বিপ্রদাস।

১ম ॥ না, নরোত্তম না, এ রাগের কথা নয়, সাহেবরা একথা বলতে পারে। তারা ম্লেচ্ছ জাত—তাদের মুখে ও কথা—

২য় ॥ শোভা পায়। এই বল্‌ছো তো, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে এ কথা মুখে আমি উচ্চারণ করলুম কি করে—এই বলতে চাও তো ?

১ম ॥ ঠিক তাই।

২য় ॥ [ভেংচে] ঠিক তাই! আরে ঘুঁটিটার নাম তো গজ। আর সাহেবরা আদর করে এর নাম দিয়েছে বিশপ। বলি বিশপ মানে কি—

১ম ॥ বিশপ মানে পাদরী—

২য় ॥ **Right**—পাদরীদের কি টিকি থাকে ?

১ম ॥ নাঃ।

২য় ॥ তাহলে মানেটা কি দাঁড়াল ?

১ম ॥ কিছুইতো বোঝা গেল না।

২য় ॥ আরে বাপু, এক্ষেত্রে বিশপের টিকির অর্থ হল গজের লাঙ্গুল। বুঝলে না? [হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ]

১ম ॥ ও [হোঃ হোঃ হোঃ] আমি মনে করেছিলাম বুঝি—

২য় ॥ সাধে কি আর বলছি, যে হেরে গিয়ে রাগে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে—ক্রোধাৎ, ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো—

১ম ॥ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। আরে তুমি যে এমন ইংরিজি দিয়ে আমাকে কাৎ করবে—তা কি করে ভাববো বলো?

২য় ॥ যস্মিন্ দেশে যদাচার। রাজত্বটাই তো এখন ইংরেজদের। ইংরিজিটা একটু আধটু না শিখে রাখলে চলবে কেন বলো?

১ম ॥ তা যা বলেছ। আরে রাধাকান্ত শর্মা মশাই সেদিন বলছেন যে, কোন্ সাহেব নাকি সংস্কৃত শিখতে চাইছে—ইংরিজি জানা কোনো সংস্কৃত পণ্ডিত যদি—

[একজন ভৃত্যবেশী বাঙালীর প্রবেশ]

ভৃত্য ॥ পণ্ডিত মশাই—

১ম ॥ কে?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে আপনি আমায় চিনবেন না, ঠাকুর মশাই। আমি ওই কুলী গেটে সাহেব বাড়ীতে থাকি।

২য় ॥ অঃ, তোমার বাপ্ বুঝি তোমাকে পণ নিয়ে সাহেবদের কাছে বেচে দিয়েছিল বাপু?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে আমার বাপের বাপও তো সাহেবদের দাসানুদাস ছিল, পণ্ডিত মশাই। তবে আমার বরাত বেশ ভালো বলতে হবে।

১ম ॥ কেনো গো, তুমি এখন মুনিব হয়ে বসেছ না কি?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে কি যে বলেন ঠাকুরমশাই? মুনিব হবার মত আমার কি

বিদ্যে আছে বলুন ? তবে ভালো মুনিব পাওয়াও তো একটা ভাগ্যের কথা বলতে হবে।

২য় ॥ তোমার মনিব বুঝি তোমাকে এখন রোজ ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করেন ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে, আমি তো আর ঠাকুর দেবতা নই যে পূজো পাব। তবে সাহেব বলেন, দেখো, তুমি দাস নয়—চাকর।

উভয়ে ॥ চাকর !

ভৃত্য ॥ হ্যাঁ, জোন্ সাহেব বলেন—তুমি আমার কাছে চাকরি কর, যেমন নাকি উনিও বড লাটের কুঠিতে চাকরি করেন—সেই রকম আর কি ?

১ম ॥ বাঃ ! বাঃ ! তা তোমার মনিবটির যেন কি নাম বললে ?

ভৃত্য ॥ খুব মানী লোক, বিদ্যের নাকি জাহাজ। তাই নামটাও মস্তবড়—আমি উচ্চারণই করতে পারি না—আর আমার অতশত দরকারও হয় না—সকলে ষাঁড় না কি বলে—আমিও তাই বলি।

২য় ॥ [হেসে] ষাঁডই বটে। একেবারে কটা চামড়ার ষাঁড়। তা কী যেন করেন বল্‌লে ?

ভৃত্য ॥ তা তো জানি না, ঠাকুর মশাই। তবে বড চাকরি করেন, একেবারে লাট সাহেবের বাড়ীর পাশেই থাকেন। লাট সাহেব তো প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন গো। কত গপ্পো-হাসি-ঠাট্টা চলে। মেমসাহেব নিজে হাতে চা-কুফী সব দেন।

১ম ॥ অঃ। তাহলে মনে হচ্ছে, ওই নতুন জজসাহেব। নাম স্যার উইলিয়ম জোনস্।

ভৃত্য ॥ হাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। দেখলেন তো নামখানা কত বড়।

২য় ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। ওই নতুন জজ সাহেব,-যে-কোন্ এক দাসকে পিটিয়ে মেরেছিল বলে নিজের স্বজাত এক সাহেবকেও ছেড়ে কথা কয় নি।

ভৃত্য ॥ ঠিক ধরেছেন ঠাকুরমশাই। উনিই তো সংস্কৃত শেখবার জন্যে একজন পণ্ডিত মশাই-এর খোঁজ করছেন।

১ম ॥ তাই বুঝি খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এসেছো ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে খুঁজতে হয় নি, মুন্সীজী সব ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউই তো রাজী হচ্ছেন না—এখন আপনি যদি—

২য় ॥ মুন্সীজী মানে রাধাকান্ত শর্মা মশাই ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন পণ্ডিত মশাই।

১ম ॥ রাধাকান্ত সেদিন কথাটা তুলেছিল বটে তবে পেটে পেটে যে ওর এত ছিল তা তো বুঝিনি।

২য় ॥ এতই যদি দরদ তবে নিজেই তো শেখাতে পারতো ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে সাহেব ওঁকে বলেছিলেন—তা বাছারীতে কাজ করে ওর সময় কোথায় বলুন ?

২য় ॥ তাই কী ? না, সংস্কৃত শিখে ফেললে পাছে সাহেব ওঁর জারিজুরি সব ধরে ফেলেন-তাই—

১ম ॥ যা বলেছ ভায়া। যাক্ গে শোনো বাপু তোমার সাহেবকে বোলো—ও কাজ আমার দ্বারা হবে না।

২য় ॥ আর আমাব কথাও শুনে যাও। বলে দিও যে, সংস্কৃত হল এমন একটি ভাষা, যা স্বর্গীয় দেবতাগণের শ্রীমুখ—নিস্থত। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো ম্লেচ্ছজাতের মুখে তা উচ্চারণ করা কঠিন তো বটেই, সেই সঙ্গে ওই ভাষা তাদের শেখানো, ব্রাহ্মণদের পক্ষে গর্হিত কাজ ও হবে।

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে সাহেব বলেছেন মাসে একশো সিক্কা—

১ম ॥ হাজার সিক্কার বিনিময়েও হবে না—যাও—যাও—[ভৃত্য নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে] এখনও দাঁড়িয়ে আছো—যাও—আমরা যা বলে দিলাম—এ শুধু আমাদের নয়-সমস্ত পণ্ডিত জাতের কথা—যাও তোমার সাহেবকে গিয়ে কথাগুলো বলোগে যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

২য় ॥ যত্তোসব। আমাদের বিদ্যেটাকে চুরি করে নেবার ধান্দা। শেখাতে আরম্ভ করি, আর শেষকালে কাছারিতে জজগিরী ছেড়ে আমাদের যজমানগুলোকে সব ভাগাতে শুরু করে দিক আর কী ?

১ম ॥ তাই না তাই, যা বলেছ ভায়া। এসো আর এক দান্ খেলা যাক্। দেখি, এবার তোমাকে আমি হারাতে পারি কি না ?

॥ দৃশ্যান্তর]

[তৃতীয় দৃশ্য]

[আলিপুরে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বাংলোর সংলগ্ন একটি বাংলোর সুসজ্জিত পারলার। ফুল-লতা-পাতা ইত্যাদি উদ্ভিজ্য দিয়ে ঘরখানি সাজানো। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ, ফুলের সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো। মাঝখানে সোফা সেট্ ইত্যাদি একধারে একটি ইজেলে অর্দ্ধ সমাপ্ত "ফুল-সমেত-গাছের মূল সমন্বিত' ক্যানভাস আঁটা ছবি। সামনে রং তুলি ইত্যাদি সাজানো—মনে হবে, কোনো শিল্পী যেন কাজের মাঝে হঠাৎ উঠে গেছেন। অদূরে অ্যানা মারিয়াকে গালে হাত দিয়ে উদাস ভঙ্গীতে শূন্যে তাকিয়ে থাকতে দেখা যাবে। ঘরে সন্ধ্যা কালীন আলো।]
[জোনস্ নিঃশব্দে প্রবেশ করে মারিয়ার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখে।] [১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ]

জোনস্ ॥ অ্যানা, মাই ডারলিং। এত ভাববার কিছু নেই, প্রিয়তমে। পণ্ডিত একটা জুটে যাবে ঠিকই।

অ্যানা ॥ এশিয়া ভূখণ্ডে পণ্ডিতের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু কেউইতো সাহেবকে সংস্কৃত শেখাতে রাজী হচ্ছে না, ডার্লিং। আর তোমার মাথায় যখন ঢুকেছে, ভাষাটা তো না শিখে তুমি ছাড়বে না কিছুতেই।

জোনস্ ॥ দেশ বিদেশের ভাষা সাহিত্যের প্রতি আমার যে চিরদিনের অনুরাগ, সে কথা—আর কেউ না জানুক তোমার তো অবিদিত নয়, অ্যানা।

অ্যানা ॥ সেই জন্যেই তো ভাবছি, প্রিয়তম। এ দেশের মাটিতে পা দেবার পর এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করতে গিয়ে উন্মাদের মত খাটা-খাটুনি শুরু করেছিলে। সোসাইটি স্থাপিত হ'ল ঠিকই। কিন্তু ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটে আউটডোর করতে করতে সানস্ট্রোকে পড়লে। সেই যে তোমার স্বাস্থ্যটি ভাঙল, আজও তা পূরণ হ'ল না। আবার এখন—

জোনস্ ॥ তোমার কথায় এখন আর দিনের বেলা ইণ্ডিয়ান্ সানে মোটেই আমি ঘোরাঘুরি করি না, ডার্লিং।

অ্যানা ॥ আমার কথায় না ছাই। আমি কথায় কথায় লর্ড হেস্টিংসের কানে কথাটি তুলে দিয়েছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তোমাকে ধমক দিয়েছেন, তাই—

জোনস্ ॥ ওঃ, আমি তাহালে তোমার কোনো কথা শুনি না, এই বলতে চাও তো-বেশ মেনে নিলাম। তুমিও আমার কোনো কথা শুনো না, তা হলেই শোধবোধ হয়ে যাবে।

অ্যানা ॥ ব্যস্ অমনি রাগ হয়ে গেলো তো। আমি কি সে কথা বলেছি না কি? আচ্ছা, তুমি বলো তো, ভারতবর্ষে আসার পর থেকেই

তুমি নিজেকে এমন কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখছো যে, আমার সঙ্গে কথা বলার তোমার সময় হয় কোথা বলো ?

জোনস্॥ কেন ? রোজ ঠিক এই সময়টায় এক ঘণ্টা করে তুমি আমাকে ইতালীয় কবিতা শোনাও। আমি কী নিজেকে ফ্রী রাখি না ? গ্যাখো, ঠিক সময়ে তোমার কাছে চলে এসেছি—অথচ তুমি—

অ্যানা॥ না গো, ছাত্রাবস্থায় কত কষ্ট করে তুমি আরবী ফার্সী শিখেছ—পয়সার কত অভাব ছিল—অথচ--এখন দেখো যথেষ্ট পয়সা দিয়েও—

জোনস্॥ অত চিন্তা কোরো না, প্রিন্স, ইণ্ডিয়াতে আসার পর থেকে দিন দিনই তোমার স্টম্যাক কমপ্লেনটা বাড়ছে, ডক্টর আজ সকালেও আমাকে সাবধান করে বলে দিলেন যে, মিসেস্ জোনস্ যেন অযথা বেশী চিন্তা ভাবনা না করেন। অসুখটা তা'হলে একদিন সিরিয়াস্ টার্ণ নিতে পারে।

অ্যানা॥ ভাষা, ধর্ম, শাস্ত্র এ সবের মধ্যে তুমি যেমন এশিয়া ভূ-খণ্ডে মানুষের কীর্তি অনুসন্ধানে ব্যস্ত, আমিও তেমনি ফুল—লতা পাতা গাছ-পালার মধ্যে ঈশ্বরের অবদান প্রকৃতির সৃষ্টিগুলিকে খুঁজে পাই। উদ্ভিদবিজ্ঞানের এই ছবিগুলির মধ্যে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি।

জোনস্॥ তোমার আঁকা ছবিগুলি মাঝে মাঝে আমার মনেও শিল্পবোধ এনে দেয়, ডালিং ; ইতিহাস বিজ্ঞানের পূজারী আমার মনকেও কল্পনা-বিলাসী করে তোলে। এদের অব্যক্ত সুরের প্রতিধ্বনি অনাদি-কালের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের কণ্ঠধ্বনিকেও ম্লান করে দেয়।

অ্যানা॥ জোনস্, মাই লাভিং হাসব্যাণ্ড, তোমার ঐকান্তিক সব প্রচেষ্টার মধ্যে কোন একটি সামান্যতম শূন্যতাও যদি আমি পূরণ করতে পারি, তা হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

জোনস॥ বিশ্বাস করো অ্যানা, তোমার ছবিগুলি সত্যি সত্যিই নীরব

ভাবায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—সেই অনাদি অতীত কাল থেকে ফুল শুধু এশিয়াবাসীকে কল্পনা বিলাসীই করেনি, ফল তাদের খাদ্য যুগিয়েছে—গাছের পাতা, কাণ্ড, মূলকে রোগ নিরাময়ে তারা ব্যবহার করতে পেরেছে। এশিয়ার এই প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসটির'কথা ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ার সাহেবও কিন্তু উল্লেখ করেছিলেন।

অ্যানা ॥ মূলগুলিব এই বৈচিত্রই আমাকে টানে, জোন্স। বাকিটা—কিন্তু—

জোনস্ ॥ প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করতে না পারলে বোঝা যাবে না। তাছাড়া, এই প্রাচ্যের রাজনীতি, দর্শন, রণনীতিও যে কত সবল আর জটিলতায় ভরা ছিল, তা বুঝলাম সেদিন হেষ্টিংস সাহেবের মুখে গীতার ইংরাজী ব্যাখ্যা শুনে।

অ্যানা ॥ গীতা? সেটা আবার কি জোনস্!

জোনস্ ॥ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃতে লেখা। উইলকিনস সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। বেনারসে গিয়ে আলি ইব্রাহিমের মুখে শুনলাম, আরও প্রাচীন—অগ্নিপরীক্ষার কথা।

অ্যানা ॥ গোলাম হোসেন সাহেব যে সব ইতিহাসের কথা বলেন—ঐগুলি তার চেয়ে অনেক পুরোনো দিনের কথা, তাই না?

জোনস্ ॥ ওঃ সিওর। তাছাড়া বেনারস থেকে উইলকিন্‌স সাহেব যে ধর্মশাস্ত্র-খানা পাঠালেন, সেটাও তো পাঠোদ্ধার করতে হবে। উনি আবার শিগগীরই বিলেতে ফিরে যাবেন।

অ্যনা ॥ না, তাহলে?

জোন্‌স ॥ তাইতো জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন মশায়কে নবদ্বীপে পাঠিয়েছি।

অ্যানা ॥ নবদ্বীপ? কেন?

জোনস ॥ উইল্‌কিন্‌স সাহেবকে উত্তর বাংলা মালদা থেকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। এখানকার পণ্ডিতরা আমাকেও দেব-নাগরী ভাষা শেখাতে চান না। বেনারসে থেকেও শেখা সম্ভব নয়, এশিয়াটিক সোসাইটি চালাবে কে? তাই যদি কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে শেখার সুযোগ মেলে চেষ্টা করে দেখি।

[জগন্নাথের প্রবেশ]

জগ ॥ আসতে পারি স্যার?

জোনস্‌ ॥ আসুন, পণ্ডিতজী, আসুন। এইমাত্র আপনার কথাই বলছিলাম। খবর কী বলুন?

জগ ॥ পাওয়া যাবে স্যার, কিন্তু এখন যদি আপনার পছন্দ হয়?

অ্যানা ॥ টিচার পাওয়া গেছে, পণ্ডিতজী? বিনা দ্বিধায় আপনি তাঁকে নিয়ে চলে আসুন। যে কোনো শর্তে তাঁকে আমরা রাখতে রাজি।

জগ ॥ আজ্ঞে, সে রকম ভাবে রাজী এখনও কেউ হয় নি।

অ্যানা ॥ ওঃ, কাউকে রাজী করাতে তাহলে পারেন নি।

জগ ॥ আজ্ঞে না—তবে, আমার স্থির বিশ্বাস ম্যাডাম্‌—স্যার যদি সেখানে গিয়ে কিছু দিন বাস করেন, তাইলে অবশ্য একজন না—একজনকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

জোনস ॥ কিন্তু আমার পক্ষে এই আলিপুরের বাস ছেড়ে—

জগ ॥ আজ্ঞে না, কলকাতা ছেড়ে যেতে বলছি না, স্যার। আপনি যদি আগামী সেপ্টেম্বরের ছুটিটা সেখানে কাটান—তাহলে—

জোনস ॥ ঠিক আছে একটা বাড়ীর খোঁজ করুন—

জগ ॥ সে খোঁজ আমি [illegible] এসেছি, স্যার। [illegible]গরে একেবারে

গঙ্গার বুকেই বলতে পারেন—সুন্দর একটি বাড়ী আছে—দেখলেই আপনার পছন্দ হবে। আর কৃষ্ণনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব মনোরম।

অ্যানা ॥ চলো জোন্‌স্—আমরা দেখে আসি। চাই কী পছন্দ হলে বাংলোটা কিনেও ফেলা যায়।

জোনস ॥ ছুটি কাটানোর জন্যে গার্ডেনরীচের বাড়ীটা তো আছেই।

অ্যানা ॥ ওখানে তুমি গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবে। আর কৃষ্ণনগরে শরৎকালে যাওয়া যাবে।

জগ ॥ খুব ভালো হবে ম্যাডম্। রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। খুব ধুমধাম পড়ে যায়। কত দেশ বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তো আসেনই, তাছাড়া কত রকম জাতের মেয়ে পুরুষের আনা-গোনা যে চলে—তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

জোনস্ ॥ অল রাইট। Next সেপ্টেম্বরের ছুটিটা কৃষ্ণনগরেই কাটানো যাবে। কি বলো, ডিয়ার অ্যানা ?

অ্যানা ॥ পণ্ডিতজীর মুখে প্রাকৃতিক শোভার কথা শুনে জায়গাটাকে দেখবার এত ইচ্ছে করছে, তার ওপর যদি তোমার একজন Sanskrit teacher মেলে তো আর কথাই নেই। আপনি একটু বসুন পণ্ডিতজী। বয়, কফি নিয়ে এসো। জোন্‌স, ওই মিউজিকটা একবার চালাও না।

জোনস্ ॥ ও সিওর

[ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে]

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কৃষ্ণনগরে রামলোচন বৈদ্যের কুটীর। দাওয়ায় বসে রামলোচন কিছু গাছ-গাছড়ার শেকড় বেছে বেছে আলাদা করে রাখছেন। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী পাথরের গ্লাসে চা নিয়ে প্রবেশ করেন।]

[১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ]

সৌদামিনী ॥ হ্যাঁ গো, শুনেছি নাকি কোন্ সাহেব আবার আমাদের এই কৃষ্ণনগরে গঙ্গার ধারে কুঠী নিয়েছে।

রাম ॥ প্রথমটায় আমিও তাই ভেবেছিলাম গিন্নী, জগন্নাথ পণ্ডিত কিন্তু উল্টো কথা বলে গেলো।

সৌদা ॥ কি বললেন পণ্ডিত মশাই ?

রাম ॥ বলল তো সাহেবটি না কি খুব ভালো। অনেক লেখাপড়া করেছে। ভাষাও নাকি অনেকগুলো জানে।

সৌদা ॥ তা মরতে হঠাৎ এই কেষ্টনগরে বাড়ী কিনতে গেলো কেন ?

রাম ॥ সাহেব নাকি নিরিবিলিতে থেকে পড়াশুনো করতে ভালোবাসে। তাই প্রতি বছর পূজোর ছুটি কাটাতে কেষ্টনগরে এসে থাকবে বলে, বাড়ীই একখানা কিনে ফেলল।

সৌদা ॥ রাজা রাজড়াদের খেয়াল আর কি ?

রাম ॥ তা যা বলেছ। শুনেছি ওর মেমসাহেব বৌ নাকি আবার গাছ-গাছড়ার ছবি আঁকে।

সৌদা ॥ ওমা, তাই নাকি !

রাম ॥ তাইতো শুনেছি। ওর বাড়ীতে যে ছোঁড়াটা এখন কাজ করে— সেই বলছিল। মুখটা কাচু মাচু করে বললে—কবিরাজ মশাই, আপনি যে সব গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করে দেন—মেম সাহেব সেগুলোর ছবি এঁকে দেখতে চান। দয়া করে দু'একটা ওরকম গাছ পাতা শেকড় আমাকে দেবেন ?

সৌদা ॥ তাই বুঝি সকাল বেলায়ই ওসব নিয়ে বসেছ। মেম সাহেবের নাম শুনে মনটা গলে গেছে বুঝি ?

রাম ॥ [হেসে] ভয় নেই গিন্নী, ভয় নেই। ওরা হল সাহেব-মেমসাহেব, হাজার ইচ্ছে থাকলেও নেটিভদের ওরা পাত্তাই দেবে না।

সৌদা ॥ জয় মা দুর্গা। তুমিই রক্ষে কোরো।

ভৃত্য ॥ কবিরাজ মশাই— [নেপথ্যে]

রাম ॥ কে ?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে। আমি গঙ্গারধারের সাহেবের বাড়ী থেকে আসছি।

রাম ॥ ওই এসে গেছে। দাঁড়াও বাবা—যাচ্ছি। যাও গিন্নী, যাও ভেতরে যাও। বেটাকে ডেকে এগুলো দিয়ে দিই।

সৌদা ॥ তা না হয় যাচ্ছি। আমার কিন্তু সব শুনে কেমন যেন ভয় করছে। সাবধানে চলো বাপু, মেমেরা নাকি শুনেছি খুব সাংঘাতিক হয়।

[প্রস্থান]

রাম ॥ কই হে ছোকরা, ভেতরে এসো। [ভৃত্যের প্রবেশ] এই নাও, এগুলো তোমার মনিবকে দিয়ে দিও।

ভৃত্য ॥ মেমসাহেব বলছিলেন, আপনি যদি একবার দয়া করে যান—

রাম ॥ ঠিক আছে, বাপু, সে হবেখন। তুমি গিয়ে এগুলো দাও—বলো-

সময় পেলে যাবো। আচ্ছা তুমি এখন এসো, আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে—দেসোর ছেলেটার নাকি কদিন ধরে জর হয়েছে—খালি ভুল বকছে।

ভৃত্য ॥ আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যাচ্ছি—আপনি কিন্তু সময় করে একদিন যাবেন। [ভৃত্যের প্রস্থান]

রাম ॥ যাবো রে বাপু, যাবো, তুমি এখন এসো।

সৌদা ॥ [দরজায় ফাঁকে বেরিয়ে] হ্যাঁ গা—

রাম ॥ আরে বাপু, যাবো বললেই কি অমনি যাওয়া হয়ে গেলো নাকি—এঁ্যা :—

[দৃশ্যান্তর]

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[জোন্সের কৃষ্ণনগরের বাড়ীর দাওয়া। একটি গোল টেবিল —দুটি চেয়ার। টেবিলে বেশ কিছু খাতাপত্র কাগজ ইত্যাদি। পেছনে একটি ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ি দিয়ে তারিখ (সেপ্টেম্বর ১৭৮৭) লেখা এবং তার নীচে কিছু সংস্কৃত শ্লোক। সামনে কিছু বাহারী ফুলের টব। চেয়ারে বসে অ্যানা মারিয়া। তার হাতে চিঠি ভরা কতক গুলি খাম। জোন্সকে একখানা খামে ঠিকানা লিখতে দেখা যাবে।]

[১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ]

জোনস ॥ [লেখা শেষ করে খামখানা মারিয়ার হাতে দিয়ে] লোকটিকে দিয়ে এগুলি আজই ডাকে পাঠিয়ে দিও, ডার্লিং।

অ্যানা ॥ [একে একে খামগুলি দেখে] Bishop Jonathan shipley, George John, Lady Georgiana Spencer, William

Shipley, Mr. Joseph Bank—আচ্ছা, এত চিঠিতে তুমি কি সব লেখো, ডিয়ার।

জোনস্॥ লেখবার মত কত কথাই যে আছে, প্রিয়ে, সে তো তুমি আমার দুচার খানা চিঠি পড়েই বুঝেছ।

অ্যানা॥ এশিয়াটিক সোসাইটির, প্রচার কাজটা কিন্তু তুমি বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছো দেখছি। তোমার লেখা এই চিঠিগুলিকে সব এক জায়গায় জড়ো করতে পারলেই কিন্তু এশিয়ার ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন—শিল্প সাধনার একটা Encyclopedia হয়ে যাবে, ডার্লিং। (হেসে ওঠেন)

জোনস্॥ আজ কিন্তু আমি কৃষ্ণনগরের এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়টিকে নিয়েই বেশী করে সবাইকে লিখেছি।

অ্যানা॥ যেমন—

জোনস্॥ যেমন—তাহলে বলি শোনো, লর্ড জর্জ জন স্পেন্সারকে লিখেছি—তোমাদের সঙ্গে এক সময় সারা ইউরোপ ভ্রমনের সুযোগ আমি পেয়েছি-সেই সব দৃশ্যাবলী তোমারও স্মরণে আছে নিশ্চয়ই—আমি কিন্তু চোখ বুঁঝলে সেগুলো এখনো স্পষ্টদেখতে পাই। আর সঙ্গেসঙ্গে ভাবি—খড় পাতা দিয়ে ছাওয়া কৃষ্ণনগরের এই যে-কুটির—কোলে দশ বারো ফুট চওড়া বারান্দা—গঙ্গার কূলে উঁচু মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর তার চারপাশে কত না বাহারী ফুল মাথায় নিয়ে ছোট ছোট চারা গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে—এর কোন তুলনাই নেই। গ্রাম বাংলার এই দৃশ্যের কাছে পাশ্চাত্যের সব ছবিগুলিই কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়।

অ্যানা ॥ ইজ্ ইট ?

জোনস্॥ হ্যাঁ, ডার্লিং। আরেক জায়গায় লিখেছি যে—বঙ্গদেশ হ'ল পৃথিবীর সব দেশের সেরা, স্বর্গতুল্য। আর আমি এখন সেই দেশের বাসিন্দা

হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জীব। তবে আমার ডার্লি-এর অসুখ আমাকে মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

অ্যানা ॥ এই! এ কথা তুমি সত্যি সত্যিই লিখেছো?

জোনস্ ॥ রিয়েলি, আমি এই কথাই লিখেছি—আর তুমিও তো জানো যে, এইটাই আমার একমাত্র উদ্বেগের কারণ।

অ্যানা ॥ ফর্‌গেট দ্যাট, মাই ডার্লিং, তোমার এখন অনেক কাজ। সোসাইটির গবেষণা পত্র প্রকাশ করা ছাড়াও সংস্কৃত নিয়ে তুমি যে রকম মেতে উঠেছো—

জোনস্ ॥ সাধে কি আর মেতে উঠেছি, ডার্লিং? অদ্ভুতভাবে রামলোচন বৈদ্যের সঙ্গে আলাপ না হলে এমন জোর দিয়ে বলতেই পারতুম না যে, ইউরোপ যেমন ডাচ্‌দের কাছ থেকে আরবদের সম্পর্কে জেনেছে—চীন সম্পর্কে জেনেছে ফরাসীদের কাছ থেকে, তেমনি সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-শাস্ত্রাদির পথ বেয়ে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে সত্য জ্ঞান লাভ করবে আমাদের অর্থাৎ ইংরাজদের কাছ থেকে সেই ইউরোপ, তথা সারা বিশ্ব।

[রামলোচনের প্রবেশ]

রাম ॥ বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈবতুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

জোনস ॥ আসুন রামলোচনবাবু, আসুন। এই আপনার কথাই হচ্ছিল।

অ্যানা ॥ আসুন। আপনারা এবার আপনাদের কাজ শুরু করুন। আমি আমার কাজে যাই।

[প্রস্থান]

জোনস ॥ আপনাদের নীতিকথাগুলি খুব সুন্দর। কিন্তু কার্য্যত সেগুলি আপনারা কতখানি অনুসরণ করেন বলা কঠিন।

রাম ॥ হঠাৎ এ কথা বলেছেন কেন, স্যার উইলিয়ম্? [নীরবতা] ও, বুঝেছি, কোনো ব্রাহ্মন আপনাকে সংস্কৃত শেখাতে রাজি হন নি বলেই বোধ হয়—

জোনস্ ॥ না—ঠিক-তা—

রাম ॥ আসল কথাটা কি জানেন—আমাদের হিতোপদেশে এ গল্পও তো আছে—অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসং দেয়ো ন কদাচিৎ। মার্জারস্য হি দোষেন হত গৃধ্রঃ জরদ্গবঃ ॥

জোনস্ ॥ অর্থাৎ—

রাম ॥ এক শকুনের আশ্রয়ে বাচ্ছাদের রেখে একটি পাখি খাবার সংগ্রহ করতে গেল। এমন সময় একটি মার্জার শকুনের কাছে আশ্রয় চাইল। সেই বিড়ালটিকে রেখে শকুন একটিবার মাত্র যেই বেরিয়েছে, সেই সুযোগে বিড়াল ওই বাচ্ছাগুলিকে ভক্ষণ করে চম্পট দিল।

জোনস্ ॥ How traitorous! তারপর!

রাম ॥ পাখী ফিরে এসে ভাবল শকুনটাই ওই কর্ম করেছে—সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে তাকে মেরে ফেলল। অজ্ঞাত কুল শীল বিড়ালটিকে আশ্রয় দিয়ে অকারণে শকুনটাকে প্রাণ হারাতে হ'ল।

জোনস্ ॥ ওঃ! হোঃ হোঃ হোঃ! ওই যজমানী নাকি বলে—ব্রাহ্মণরা সেই জিবীকাটার ভয়েই বোধহয়—

রাম ॥ আমার তো তাই মনে হয়।

জোনস্ ॥ আচ্ছা, রামলোচনবাবু! "অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়" বলেও তো আপনাদের একটা নীতিকথা মিশ্রিত ব্রাহ্মাণ্য ইতিহাস আছে?

রাম ॥ অভিশপ্ত অঙ্গুরীয় ! আচ্ছা, আপনি কি এই বইটার কথা বলছেন,- স্যার উইলিয়াম্ ।

[বইখানি দেন]

জোনস্ ॥ [বানান করে] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ।

রাম ॥ হ্যাঁ, এটা হল একটি নাটক ।

জোনস্ ॥ নাটক ! ও ! এটা তাহলে ওই সঙ্গীত ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা অর্থাৎ গদ্য পদ্য মিশ্রিত এক ধরনের কথোপকথন, যা লোকরঞ্জনের জন্য আপনাদের রাজা মহারাজাদের দরবারে পরিবেশিত হয় ।

রাম ॥ না, না, স্যার উইলিয়ম্ । নাটক বস্তুটি মোটেই তা নয় । কালীদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকটি হ'ল আসলে—ওই ইংরেজিতে যাকে এক কথায় বলে—প্লে ।

জোনস্ ॥ প্লে ?

রাম ॥ হ্যাঁ । ওই শীতকালে কলকাতায় যা আপনারা অভিনয় করেন ।

জোনস্ ॥ আই সী । কালীদাস ইজ ইওর শেকস্পীয়র । আচ্ছা রামলোচন বাবু—আমাকে বইখানি কদিনের জন্যে দিতে পারেন ? আমি বইটি একবার পড়ে দেখি ।

রাম ॥ আপনাকে পড়তে দেবো বলেই তো বইখানি সঙ্গে এনেছি স্যার উইলিয়ম্ । ওটা আপনি স্বচ্ছন্দে রেখে দিতে পারেন ।

জোনস্ ॥ [কষ্টকরে] "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং
যা হবি, যা চ হোত্রী.
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ, শ্রুতি বিষয় গুণা
যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্বভূত-প্রকৃতিরিতি যথা
প্রানিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

॥ দৃশ্যান্তর ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[নবদ্বীপে পণ্ডিতদের আস্তানা। সময় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ। দুজন পণ্ডিত বসে আছেন। একজন আপনমনে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" এর শেষ সপ্তকটুকুর জোন্স্কৃত ইংরাজী অনুবাদটি পড়ছেন। অপরজন শুনছেন]

১ম ॥ Let every king apply himſelf to the attainment of happineſs for his people ; let Sereſwati, the goddeſs of liberal arts, be adored by all readers of the Ve'da ; and may Siva, with an azure neck and red locks, eternally potent and ſelf-exiſting, avert from me the pain of another birth in this periſhable world, the ſeat of Crimes and of puniſhment,

২য় অপূর্ব্ব ॥ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিব :
সরস্বতী শ্রুতি মহতাং মহীয়তাম্ ।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিত :
পুনর্ভবং পরিগত শক্তিরাত্মভূ : ॥
শ্লোকটির যথাযথ অর্থ-ইস্যতু উইলিয়ম জোন্স্ যে হৃদয়ঙ্গম করেছেন—তা ঐ অনুবাদটি পড়লে বেশ বোঝা যায়।

১ম ॥ আরে, বাপু, সাধে কি আর কৃষ্ণনগরে এলেই আমি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এই বয়সে নবদ্বীপ থেকে ছুটে যাই।

[৩য় পণ্ডিতের প্রবেশ]

৩য় ॥ প্রথমটায় তো—তুমি যেতেই চাওনি।

১ম ॥ সে শুধু আমি কেন ? তোমরাও কি প্রথমে জোনস্ সাহেবকে একজন ম্লেচ্ছ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পেরেছিলে ? ভাগ্যিস্ রামলোচন বদ্যি তাকে সংস্কৃতটা শিখিয়ে দিল—তাইতো এখন সকলে এমন—

২য় ॥ শুনছি, "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাকি শুধু ইংরেজীতেই নয়। আরও সব কি কি ভাষায় যেন অনুবাদ হয়েছে।

৩য় ॥ আরে উনি নিজেই তো প্রথমে ওটা লাতিন না কি ভাষায় রচনা করেন। তারপর তো ইংরেজি করেছেন।

২য় ॥ জার্মান ভাষায়ও নাকি ওর অনুবাদ বেরিয়েছে ?

৩য় ॥ না কি নয়, সত্যি সত্যিই বেরিয়েছে। আর সে দেশের মস্ত বড় এক কবি--নামটা যেন কি বলল—হ্যাঁ-ওই গেটে না কি যেন একটা বলল--তা সে জার্মানী অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে বলেছে যে, স্বর্গ আর মর্ত্তকে যদি একটি নামে অভিহিত করতে হয়, তাহলে সেটি হল শকুন্তলা।

উভয়ে ॥ তাই না কি !

৩য় ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তার ওপর আর একজন জার্মান পণ্ডিত—শিলার—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ পড়ে একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন। নারীত্বের এমন মাধুর্য্য, প্রেমের এমন সুন্দর কাব্যচিত্র, প্রাচীন জার্মান সাহিত্যের কোথাও না কি নেই--যা শকুন্তলার ধারে কাছে আসতে পারে।

২য় ॥ তুমি অত কথা সব জানলে কি করে ভাই ?

৩য় ॥ খবরতো আর কিছু রাখবেনা। দেশ বিদেশের পণ্ডিতরা যে যেখানে আছে সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে সব হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে—আমরাই শুধু—সেই প্রসঙ্গে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন মশায়-ই দুঃখু করতে করতে সব বলে গেল।

১ম ॥ আচ্ছা, জোনস সাহেবকে যেন অনেকদিন কৃষ্ণনগরে আসতে শুনি নি—

৩য় ॥ জগন্নাথ পণ্ডিত বলছিল-সাহেব না কি এখন হিন্দু মুসলমান সব এর আইন গুলিকে বিচার বিবেচনা করে, একখানা মোটাবই বের করবার কাজে ব্যস্ত। তাছাড়া মেমসাহেবের বাপা মারা যাবার পর, মেমসাহেব না কি এখন ঘন ঘনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসব কারণেই বোধ হয়, কলকাতা ছেড়ে আসতে পারছেন না।

২য় ॥ আসলে কিন্তু লোকটা আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্বের দরবারে এমন করে পৌছে দেবে তা আমরা ভাবতেই পারি নি। দেশে বিদেশে আমাদের কদরটা এমন বাড়তে দেখে লোকটাকে আমরা বোধ হয় ভালোবাসতে শুরু করেছি।

১ম ॥ আরে শুধু আমরা কেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত এখন কৃষ্ণ-নগরে জোনস্ সাহেবকে দেখলে খুব খুশী হয়।

২য় ॥ শুনেছি, উনি নাকি তাদের সঙ্গে সংস্কৃতে কাথাবার্তাও বলেন।

১ম ॥ বলেন বৈ কি। হিতোপদেশের শ্লোক গুলি তো জোন্স সাহেবের মুখে শুনে শুনে শুধু কৃষ্ণনগরই নয়, নবদ্বীপের ছেলে মেয়েদেরও বেশ, মুখস্থ হয়ে গেছে।—পালয়েৎ পঞ্চ বর্ষানি, পঞ্চদশ বর্ষানি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে, পুত্র মিত্রংবদাচরেৎ ॥ [একক কণ্ঠে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে—বালক-বালিকাদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শোনা যাবে। মঞ্চ অন্ধকার হবে।

[চতুর্থ অঙ্ক শেষ]

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের আলিপুরের বাড়ীর কক্ষ। জোনস্ মারিয়াকে বিলেতে পাঠানোর ব্যবস্থাদির জন্য কাগজপত্রাদি ঠিক ঠাক্ করছেন। মারিয়া প্রবেশ করবে।] [সময় সকাল, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস।]

অ্যানা ॥ জোনস্, মাই ডিয়ার, এত মনোযোগ সহকারে কি অত কাগজ পত্র সব দেখছো? তোমার পণ্ডিত মৌলভীরা সব গেলেন কোথায়?

জোনস্ ॥ আজ ওদের আসতে নিষেধ করেছি, ডার্লিং। তোমার ইংল্যাণ্ড রিটার্নের কাগজ পত্রগুলিই গুছিয়ে রাখছি। ২৮ শে নভেম্বরের তো আর দেরী নেই।

অ্যানা ॥ একা একা ফিরে যেতে কিন্তু কিছুতেই আমার মন চাইছে না, প্রিয়তম। তুমিও আমার সঙ্গে ফিরে চলো।

জোনস্ ॥ উপায়, নেই, অ্যানা, আমাকে এখানে আরও কিছুদিন থাকতেই হবে। যে কাজ গুলি শুরু করেছি, —

অ্যানা ॥ এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্ম আর সংস্কৃত অনুবাদের মধ্যে দিয়ে শুধু এশিয়ার মানুষই নন, সারা বিশ্বের দেশ দেশান্তরের মানুষ তোমাকে আজ একাধারে ভাষা-বিদ্ ও প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে! তুমি আর কি চাও বলতো?

জোনস্ ॥ চাহিদা আমার যা ছিল, তোমাকে নিজের করে পেয়ে, তা আমার বহুদিন আগেই মিটে গেছে, প্রিয়ে। তার ওপর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও আশানুরূপ তিরিশ হাজার পাউণ্ড ছাড়িয়ে গেছে।

অ্যানা ॥ ব্যস্। এইবার তাহ'লে চলো—মিড্‌ল্‌সেক্স অঞ্চলে একটা ভালো বাড়ী নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বাকি জীবনটা আমরা কাটিয়ে দিই। পার্লামেন্টারীয়ান হিসেবে জন্মভূমি বিলেতকেও তোমার দেবার মত অনেক কিছু আছে।

জোনস্ ॥ জানি ডার্লিং। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, হিন্দু ও মুসলমান আইনের যে সংকলনটির কাজে হাত দিয়েছি-সেটা শেষকরতে পারলেই আমি.—

অ্যানা ॥ ঠিক আছে। এতদিন গেল—আর ক'টা দিন বইতো নয়—সে কদিন এখানে কাটিয়ে আমরা একসঙ্গেই—

জোনস্ ॥ অ্যানা, মাই সুইটি, তোমার চেহারাখানার দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখোতো অবস্থাটা কী হয়েছে। গত ছ'বছর ধরে তোমাকে এতো করে আমি বলে আসছি—তবু—

অ্যানা ॥ তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যাবার কথায় কিছুতেই মন সায় দেয় না, বিশেষ করে ড্যাডি মারা যাবার পর আমার জীবনে এখন একমাত্র তুমি ছাড়া—

জোনস্ ॥ অ্যানা, প্লিজ অবুঝ হোয়ো না, ডার্লিং। যে দেশের মাটিকে আমরা এত ভালোবাসলাম, সেখানকার মানুষের কল্যাণের জন্যে একটা সুষ্ঠু আইন ব্যবস্থার ইঙ্গিত না রেখে যাওয়া, বোধ হয়, ঠিক হবে না। আমি তো বলছি, কয়েক মাসের মধ্যেই আমিও ফিরে যাবো তোমার কাছে—তখন—

অ্যানা ॥ দেখো, সঙ্গে করে যেন নেটিভ্ লেডিকে আবার—

জোনস্ ॥ তারমানে?

অ্যানা ॥ এ দেশের প্রতি তোমার টান দেখে আমার [illegible] সন্দেহ হয়, ডার্লিং, তুমি বোধ হয় এখানে এসে তোমার কোনো মানস সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছো। তার প্রেমে মশগুল থাকতেই—

জোনস্ ॥ [হেসে] ওঃ ! নো ডিয়ার, নো, তুমি শুধু আমার নয়ন-মন-লোভাই নও—তুমি আমার নয়নের মনি। আমার সারা হৃদয় জুড়েই চিরদিনের মত পাতা আছে তোমার আসন।

অ্যানা ॥ বেশ, তুমি যখন এমন করে পীড়াপীড়ি করছ, আমি একা একাই ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু কথা দাও, তুমি শরীরের যত্ন নেবে ? কাজের খেয়ালে খাওয়া দাওয়া ভুলে থাকবে না ?

জোনস্ ॥ না গো না, তোমার অত চিন্তা করবার দরকার নেই। খাটতে গেলে শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতেই হবে, প্রিয়ে। আর আত্মা—সে তো সব সময়েই তোমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে—থাকবে।

অ্যানা ॥ ভুলে যেও না, ডিয়ার, এ বছরে তুমিও কিন্তু দু-বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। লণ্ডনে ফিরে গেলেও মনটা কিন্তু আমার এখানেই পড়ে রইল।

জোনস ॥ তোমার মন আর আমার দেহ—লেট্স্ বিড্ এ গুড্ বায়, মাই ডার্লিং, এ গুড্ বায়।

[দৃশ্যান্তর]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সুপ্রীম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরীর কক্ষ। এশিয়াটিক সোসাইটির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন চলছে। ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ। স্যর উইলিয়ম্ জোনস্ সভাপতি। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন স্যর জন শোর, হেনরী কোলব্রুক ইত্যাদি। আলোচনা চলছে।] জোন্সের কথা কইবার ভঙ্গী থেকে ধীরে ধীরে তার অসুস্থতার লক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।]
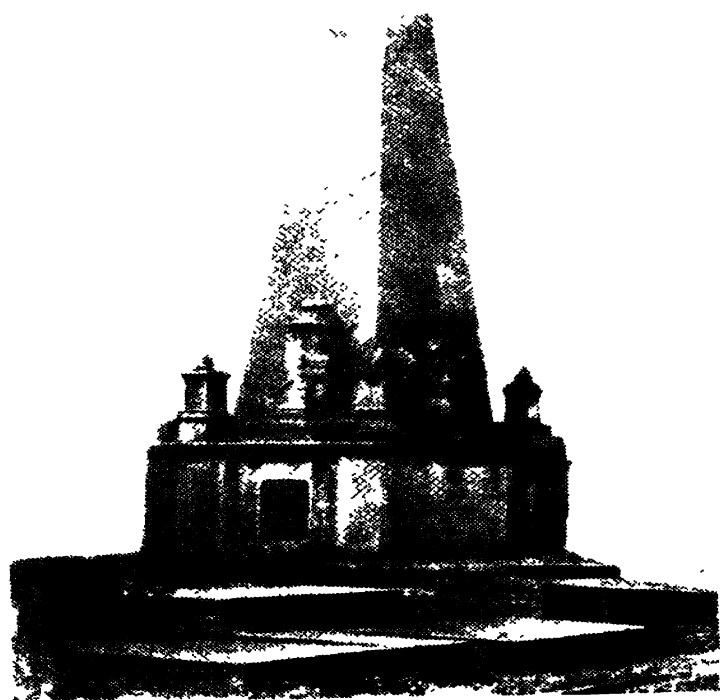
কোলব্রুক ॥ হিন্দুরমণীগণের আচার আচরণের যে দীর্ঘ তালিকাখানি আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের সামনে পেশ করলাম, তা থেকে আপনারা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন যে, প্রাচ্যে পুরুষেরা একাধিক বিবাহে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু স্ত্রী নীরবে এবং একতরফা সন্তান পালন থেকে শুরু করে সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্বগুলিই পালন করে যান, আর পুরুষেরা নিতান্তই অলস জীবন যাপন করেন।

জন্‌শোর ॥ ঠিক! পালকী, ফিটন্ বা বজরায় বিহারকালে তাঁরা মোসাহেবদেরই সঙ্গে নেন অথচ স্ত্রীকে পাশে রাখতে চান না।

কোল ॥ তাছাড়া শ্বশুর-ভাসুর-ভাদ্রবৌ ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে হিন্দুস্ত্রীগণ স্বামীর সান্নিধ্য খুব অল্পই পেয়ে থাকেন। তবু তাঁদের প্রতি অনুগত থাকাটাই হ'ল নাকি ধর্মের অনুশাসন!

জোনস্ ॥ কৃষ্ণনগরে বসবাসকালে এগুলি যে আমি লক্ষ্য করিনি তা নয়। হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে গোঁড়ামি কিছু আছে ঠিকই, তবে তাদের বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠ করে বুঝেছি যে, তার মধ্যে সম্পদও আছে প্রচুর। তাই তৃতীয় থেকে সপ্তম পরপর পাঁচটি বার্ষিক ভাষণে ভারত, আরব, টারটার, পারস্য প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-বিজ্ঞান-শিল্পের ঐতিহ্যের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা আমি করেছি—

শোর ॥ পরবর্তী অষ্টম ও নবম বার্ষিক ভাষণে—এশিয়ার বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিগণের উৎস সন্ধানে-তাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির যে পর্য্যালোচনা আপনি করেছিলেন, তা শুধু উপভোগ্যই হয়নি, আমাদের গবেষণার দিগন্তও প্রসারিত করেছে।

কোল ॥ অফ্ কোর্স। এটা আমাদের গর্ব্বের বিষয় যে, ভারতীয়দের কাছ থেকে বেশ কিছু ভালো ভালো লেখা আমরা পেতে শুরু করেছি।

জোনস্ ॥ শুধু তাই নয় মিঃ কোলব্রুক—সেগুলি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ছেপে বেরোবার পর সুদূর ইউরোপেও সাড়া জাগিয়েছে।

শোর ॥ Exactly so, গোবর্দ্ধন কাউল, রামলোচন সেন, রাধাকান্ত শর্মা প্রভৃতি পণ্ডিত এবং বেনারসের ম্যাজিষ্ট্রেট আলি ইব্রাহিম খাঁর রচনাগুলি তো পাশ্চাত্যের Archaelogia বা Philosophical Transactions-এর পাঠকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

কোল ॥ Monthly Review-র মত পত্রিকায়ও তাদের পর্য্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

জোনস্ ॥ তাছাড়া ইউরোপের Gentleman's Magazine-এর মত পত্রিকায় Asiatic Researches থেকে বাছাই করা Article নিয়ে Dublin-এ একটা Pirate edition বেরিয়েছে।

[মিঃ মরিসের প্রবেশ]

মরিস ॥ Here's another feather to your hat, sir, এই মাত্র টেলিগ্রাম খানা এলো। Massachusetts থেকে জানাচ্ছে--তারা তাদের Historical Society-তে আপনাকে একজন Correspondence Member নির্বাচিত করেছে।

কোল ॥ হুররে! আপনার সংস্কৃত কাব্য "শকুন্তলা"-র অনুবাদ যেমন জার্মানীতে একদিন গেটেকে অনুপ্রাণিত করেছে—শিলারকে দিয়েছে দিব্য দৃষ্টি--তেমনি মানবসত্বার জাগরণের মূলে যে স্বাধীনতা বোধ—বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জ্ঞানার্জন ভিন্ন—তার ভিত্তিকেও যে চিরস্থায়ী করা যায় না—আপনার নবম বার্ষিক সম্মেলনের এই উক্তিটিই, বোধ হয়, আমেরিকার চোখ খুলে দিল। প্রাচ্যবিদ্যা-বিদকে স্বীকৃতি দিতে উদ্বুদ্ধ করল।

জোনস্ ॥ এ সম্মান যে তারা শুধু আমাকেই দেখিয়েছে তা নয়, বন্ধু, এ সম্মান আপনাদের সকলের তথা এশিয়াটিক্ সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে জড়িত সকল গবেষকদেরই।

সকলে ॥ নিশ্চয়ই, এ আমাদের সকলের গর্ব্ব। এশিয়াটিক্ সোসাইটির গৌরব।

শোর ॥ এতকাল ভারতের শুধু ভৌগলিক অস্তিত্ব আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যটুকুই ইউরোপের গোচরে ছিল। বিশাল এই এশিয়া ভূ-খণ্ডের সুপ্রাচীন ইতিহাস—হারিয়ে যাওয়া মহান ঐতিহ্যটুকুকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার সমবেত চেষ্টাটুকু, বোধহয়, ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

জোনস্ ॥ নিশ্চয়ই। এ দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের সঙ্গে আমিও রাখি। গত দশম বার্ষিক অধিবেশনে এশিয়ার প্রধান পাঁচটি জাতির যে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছিলাম—সেগুলি ছিল অবশ্য শুধু অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তার মধ্যে না ছিল কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা—না ছিল কোনো শিল্পী মনের কল্পনার সংমিশ্রন।

মরিস্ ॥ আর আজ এই একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে যুক্তির পথ ধরে---তাদের চিকিৎসা, ন্যায়, মীমাংসা, অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষ করে, দার্শনিক তত্ত্বগুলির মুল্যায়নের যে পথ নির্দে'শ আপনি দিলেন, তা সত্যিই অভিনব।

জোনস্ ॥ অভিনবত্বটুকু আসলে কোথায় জানেন---প্রকৃতির সৃষ্টি এবং মানুষের কীর্তির মৌল উপাদানটুকুতে--আরবী ফার্সী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন সমস্ত ধর্মগ্রন্থে—সেই সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টার একত্বকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে—কারণ, সমগ্র এশিয়ার প্রকৃতি এবং প্রাণী জগতের মধ্যে যে ঐকতানের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—আকৃতি গত বাহ্যিক কিম্বা ব্যবহারিক বৈচিত্র্য গুলি তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

এ যাবৎ সমস্ত সৃষ্টি ও কীর্তির কারণ স্বরূপ সেই এককেই আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে—প্রাণী জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে—স্থিতি লাভ করছে—আবার তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।'

[হঠাৎ বেশ অসুস্থ বোধ করে চেয়ারে বসে পড়েন।]

সকলে ॥ প্রেসিডেন্ট্, স্যার! কি হল? আপনি কী খুবই অসুস্থ বোধ করছেন? চলুন, আমরা আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

জোনস্ ॥ না না, ও কিছু না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রনা কদিন ধরেই অনুভব করছি।

শোর ॥ স্যার জোনস্, আপনি মোটেই শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন না। বিশেষ করে, মিসেস জোনস্ দেশে ফিরে যাবার পর তো—

জেনস্ ॥ আপনারা ব্যস্ত হবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। [কিছুটা ধাতস্থ হয়ে] হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তার বিষয় বস্তুটি শুধু গুরুহই নয়। অসীমও বটে। হিন্দু মুসলমান আইনের সংকলনটি শেষ করে আমি দেশে ফিরে গেলেও—ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বাংলাকে---আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। এ দেশকে আমি সত্যিসত্যিই ভালোবেসে ফেলেছি। আমার দেহস্থিত আত্মা যদি ইতিমধ্যে সেই পরমাত্মার বিলীন হয়ে না যায়—তো—আগামী দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে আমি আসবো। এ সম্পর্কে এবং শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার বাসনা আমার রইল। [কথা গুলি ধীরে ধীরে জড়িয়ে আসবে।]

সকলে ॥ প্রেসিডেন্ট স্যার! আপনি খুবই অসুস্থ বোধ করছেন। এখন আপনার বেশী কথা বলা উচিত হচ্ছে না। চলুন স্যর, আমরা সকলে মিলে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

জেনস্ ॥ হ্যাঁ, তাই চলুন। বাড়ী গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিলেই, বোধ হয়, ঠিক হয়ে যাবে।

[মিঃ কোলব্রুক ও মিঃ মরিসের কাঁধে হাত রেখে স্যর

জোন্স ধীরে ধীরে প্রস্থান করবেন। সকলে তাঁদের পশ্চাদানুসরণ করবেন। মঞ্চ অন্ধকার হবে।]

[দৃশ্যান্তর]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[স্যর উইলিয়ম জোন্সের আলিপুরের বাড়ীর শয়ন কক্ষ। ড্রেসিং গাউন গায়ে অসুস্থ জোনস্ বিছানায় বসে লিখছেন। অদূরে টেবিলে বেশ কিছু মোটা মোটা বই পত্তর এবং একখানি বাঁধানো মোটা পাণ্ডুলিপি, খোলা অবস্থায় ইতঃস্তত ছড়ানো আছে। মনে হবে যেন চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে কারা এইমাত্র উঠে গেছেন।]

জোনস্ ॥ and who having devoted
his iife to their service,
and to the improvement of his mind,
resigned it calmly,
giving glory to his creator
wishing peace on earth
and with
good will to all creatures.

কোলব্রুক ॥ [নেপথ্যে] মে আই কাম ইন্ স্যর ?

জোনস্ ॥ আসুন, মিঃ কোলব্রুক, আসুন।

কোল ॥ আজ কেমন বোধ করছেন, স্যর ?

জোন্স ॥ পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন দৃশ্যটি কল্পনা করে বেশ আনন্দই বোধ করছি। এই Epitaph খানা লিখতে লিখতে শুধু মাঝে

মাঝে প্রিয়তমা অ্যানার কথা ভেবে মনটা বেদনায় ভরে উঠেছে। পুয়োর অ্যানা মারিয়া, মাই ডার্লিং।

কোল ॥ স্যর!

জোনস্ ॥ হ্যাঁ, কোলব্রুক। এই পৃথিবীর বুকে আমার দিনগুলি বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। লণ্ডনে ফেরা বোধ হয় আমার আর হয়ে উঠবে না। সুন্দরী বাংলার এই জল মাটি ফুল ফল বায়ু অভিসারিকার বেশে মৃদু হেসে কেবলই আমার কানে কানে যেন বলছে—যেও না জোনস্, মাই ডার্লিং, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথাও যেও না। আমাদের বুকের মাঝেই তোমাকে আমরা লুকিয়ে রাখবো।

কোল ॥ স্যর জোনস্!

জোনস্ ॥ হ্যাঁ কোলব্রুক। বাংলার মাটিতেই আমি যদি চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ি। আমার বুকে এই Epitaph খানা তোমারা ঝুলিয়ে রেখো—

Here lies deposited
the mortal part of a man
who feared GOD, but not death ;

[মিঃ মরিসের প্রবেশ]

মরিস ॥ আপনি অযথাই বেশী চিন্তা করছেন, স্যর জোন্স। এই দেখুন, বাগদাদের এজেণ্ট আপনার বন্ধু মিঃ হারফোর্ড আপনার পারস্য আর তুর্কী ভ্রমণ, সেই সঙ্গে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের টিকিট খানি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

॥ না, মিঃ মরিস, না। লণ্ডনে ফেরা আমার হয়ে উঠবে কিনা জানি না। তবে যদি আদৌ ফিরি-তো—কলকাতা থেকেই জাহাজে যাবো। সমুদ্র যাত্রার মধ্যেই হিন্দু মুসলমান আইনের ওই সংকল-

সংকলনটির অনুবাদটাকে সেরে ফেলা যাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে পণ্ডিতজীরা যদি—

[খবরের কাগজ হাতে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের প্রবেশ]

জগন্নাথ । দেখুন স্যার, আপনার মনুসংহিতার অনুবাদখানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাপিয়ে সমস্ত দেওয়ানী আদালতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জোনস ॥ পণ্ডিতজী, ভারতীয় আইনের কোডিফিকেশনটা যত শীগগীর পারেন শেষ করুন। হাতে আমার বেশী সময় নেই। দেশে আমাকে ফিরতেই হবে।

[বলতে বলতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন ও শুয়ে পড়েন।]

মরিস ॥ স্যর জোনস্। আপনি অসুস্থ। বেশী কথা বলবেন না। ওঁদের কাজ ওঁরা ঠিকই করছেন। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন।

জোনস ॥ মিঃ মরিস, এই Epitaph খানি রেখে দিন। যদি না বাঁচি তো—

[কাগজ খানি মরিসের হাতে দেন।]

মরিস ॥ প্লিজ, আপনি শান্ত হোন্, স্যর-জোনস্। আপনি একটু শান্ত হোন্। মিঃ কোলব্রুক, লর্ড জনশোরকে খবর দিন। মেডিকেল অফিসারকে এক্ষুনি একবার কল্ দিন।

কোল ॥ এম্. ও. কে আমি এখুনি ধরে নিয়ে আসছি, মিঃ মরিস্।

[প্রস্থান]

জোনস ॥ যদি বাঁচি তো আগামী বছর এশিয়াটিক সোসাইটির [illegible] কথা গুলি অধিবেশনে আসব। আপনাদের সা[illegible]
জড়িয়ে আসে।]

[সকলে জোন্সের চারপাশে এসে দাঁড়ান। দুধের গ্লাস হাতে ভৃত্যও প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।]

জন ॥ প্লিজ, স্যর জোন্স, আপনি একটু শান্ত হোন প্লিজ। [মিঃ মরিস Epitaph খানি পড়তে শুরু করেন।]

জোনস্ ॥ হ্যাঁ। যদি বাঁচি তো লণ্ডনে ফিরে যাবো। আগামী বছর এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এখানে আসব।

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হবে]

[দৃশ্যান্তর]

[The following Inscriptions are taken from the Obelisk erected over his remains. It is the loftiest in the South Park Street Burial Ground, Calcutta (now closed) :—

The following is on the northern face of the Monument :

SIR WILLIAM JONES, KNT ;

Died the 27th April 1794,

Aged 47 years 7 months]

[On the eastern face is the following written by himself :]

HERE WAS DEPOSITED

THE MORTAL PART OF A MAN

WHO FEARED GOD. BUT NOT DEATH ;

AND MAINTAINED INDEPENDENCE,

BUT SOUGHT NOT RICHES ;

None below him WHO THOUGHT

base and unjust,

None above him but the wise and virtuous ;
WHO LOVED
HIS PARENTS, KINDRED, FRIENDS, COUNRY
WITH AN ARDOUR
Which was the Chcif Source of
ALL HIS PLEASURES AND ALL HIS PAINS .

*　　　*　　　*

RESIGNED IT CALMLY,
GIVING GLORY TO HIS CREATOR
Wishing peace on Earth.
AND WITH
GOOD WILL TO ALL CREATURES

॥ উপসংহার ॥

[পিছনের পর্দায় ধীরে ধীরে জোন্সের কবিতাংশিত কবর ভূমির দৃশ্যটি ফুটে উঠবে। সূচনা-পর্ব্বের সেই সূত্রধরকে প্রকৃত করতে দেখা যাবে। মাইকে **Epitaph** টি আবৃত্তি হতে থাকবে।]

সূত্রধর ॥ এশিয়া তথা ভারতের মানুষকেই শুধু নয়, ভারত তথা বাংলার মাটিকেও যে স্যর উইলিয়ম জোন্স একান্ত ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তারই সাক্ষী বহন করছে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের এই কবর ভূমিটি। ১৭৯৪ সালের ২৭ শে এপ্রিল তাঁর মহান আত্মা সর্ব্ব-শক্তিমান স্রষ্টার সেই একত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল ঠিকই-এশিয়াটিক সোসাইটির শুধু দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশই নয়। অনেক অনেক দ্বাদশ, এমন কি শত শত বর্ষ অতিক্রান্ত এই দ্বিশততম বার্ষিক সম্মেলনের মাঝে, অগনিত সহস্র সহস্র অধিবেশনে

তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি আর কোনোদিনই শোনা যায় নি বটে ; তবু সমগ্র এশিয়ার প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের মধ্যে ঐকতানের উৎস সন্ধানে যে সুরের ঝঙ্কারটুকু তিনি সেদিন তুলেছিলেন—অকূল অতলান্তিকের বুকে আজও তা রনিত অনুরনিত হয়ে চলেছে। কণ্ঠধ্বনিটি তাঁর মিলিয়ে গেছে বুঝি বিশ্বতানে---ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সংস্কৃত ভাষা মর্যাদা লাভ করেছে সারা ইউরোপে তথা সারা বিশ্বে।

কলকাতার বুকেও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, জিওলজিক্যাল সার্ভে, আরকিওলজিক্যাল সার্ভে, অ্যান্থোপলজি-ক্যাল সার্ভে, বোটানিক্যাল সার্ভে, জুওলজিক্যাল সার্ভে আদি বিশেষ বিশেষ বিদ্যা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এদের মৌলিক প্রেরনা যোগাতে মহান সত্যদ্রষ্টা যে গবেষক এই সোসাইটি সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ দ্বিশততম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপনের এই পূণ্য লগ্নে প্রতিষ্ঠাতা সেই স্যর উইলিয়ম জোন্সকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

[ইতিমধ্যে সমস্ত শিল্পী একে একে মঞ্চে প্রবেশ করে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাবে।]

[ধীরে ধীরে পর্দাটি নেমে আসবে]

॥ যবনিকা ॥